ভূমিকা

২০০৭ সালের ২৯ নভেম্বর উড়িষ্যার জগৎসিংহপুরে বহুজাতিক কোম্পানি, দল ও রাষ্ট্রের পরিকল্পিত যৌথ সন্ত্রাসের যে নমুনা আমরা দেখলাম, অনেক আগেই তা ঘটতে পারত। উন্নয়নের নামে স্থানীয় বাসিন্দাদের দমন করার দৃষ্টান্ত এর আগে কাশিপুরে আলকান-এর জন্য, কলিঙ্গনগরে টাটার জন্য এবং লাঞ্জিগড়ে স্টারলাইট-বেদান্তের জন্য জমি দখল করতে গিয়ে উড়িষ্যা সরকার দেখিয়েছে। কিন্তু ২ জানুয়ারি ২০০৬ কলিঙ্গনগরে ১২ জন আদিবাসীর হত্যাকাণ্ড এবং নন্দীগ্রামে ১৪ মার্চের হত্যাকাণ্ডের পর উড়িষ্যা তথা কেন্দ্রীয় সরকার পস্কোর বিষয়ে একটু সতর্ক হয়ে এগোতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসের ঝোঁক অবশ্য তারা সামলাতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গেও কি তা সামলানো গেল?

আদতে এই সন্ত্রাসের মধ্যে রয়েছে এক আগ্রাসী মরীয়া ধরন। ইরাকে যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, গত শতাব্দীর দুটি বিশ্বযুদ্ধকে যা সমস্ত অর্থেই ছাপিয়ে যেতে চলেছে। আর বিশ্বমাপের বড়ো পুঁজির পুনর্বিনিয়োগের সঙ্কট এক আগ্রাসনের মতো, দখলদারের বেশে নেমে আসছে এদেশের মাটিতে। স্থানীয় প্রতিরোধকে চূর্ণ করতে নামছে সন্ত্রাস, মাটি রক্তে রাঙা হয়ে উঠছে।

যে ইস্পাত উৎপাদনকে এক সময় উন্নয়ন (অর্থনৈতিক বিকাশ এবং যুদ্ধ-প্রস্তুতি)-এর মাপকাঠি ধরা হয়েছে, সেই শিল্প এখন পশ্চিম মুলুকে অস্তগামী। ব্রাজিল, চীন, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশ এখন ইস্পাত শিল্পের প্রথম সারিতে, ভারতও সেই দৌড়ে শামিল। এক সময় গুরুত্বের বিচারে ইস্পাত শিল্প ছিল এদেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র। আজ খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার এবং খনি-ভিত্তিক শিল্পকে খুলে দেওয়া হয়েছে সকলের জন্য। তাই টাটা, মিত্তালের পাশাপাশি আসছে আলকান, পস্কো-রা। কেবল উড়িষ্যাতেই স্টিল প্ল্যান্ট তৈরির জন্য ৪৫টি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মধ্যে পস্কো সমেত ৬টি ৩০ লক্ষ টন বাৎসরিক উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন মেগা স্টিল প্ল্যান্টের প্রস্তাব রয়েছে।

যে সমস্ত শর্তে উড়িষ্যা সরকারের সঙ্গে পস্কোর চুক্তি হয়েছে, ব্রাজিলের সরকার সেই শর্তগুলি প্রত্যাখ্যান করায় পস্কো ভারতে আসে। পৃথিবীতে আকরিক লৌহের বৃহত্তম ভাণ্ডার রয়েছে ব্রাজিলে। ভারতের ১৮০০ কোটি টন আকরিক লৌহের মধ্যে উড়িষ্যায় রয়েছে ৪৫০ কোটি টন। পস্কো এখান থেকে ৬০০০ লক্ষ টন আকরিক লৌহ সংগ্রহ করবে। এতে অ্যালুমিনার অনুপাত বেশি থাকায় এর ৩০% তারা ব্রাজিলে রপ্তানি করবে। ব্রাজিল থেকে তারা ওই পরিমাণ কম অনুপাতের অ্যালুমিনা-যুক্ত আকরিক লৌহ এদেশে আমদানি করবে। এর ওপর আরও ৪০০০ লক্ষ টন আকরিক লৌহ তারা নিজেদের দক্ষিণ কোরিয়ার স্টিল প্ল্যান্টের জন্য নিয়ে যাবে। এত সুবিধা পেয়েও এই উচ্চমানের আকরিক উত্তোলনের জন্য তারা কম দাম দেবে। যেখানে এক টন আকরিকের চালু দর ২০০০ টাকা, পস্কো দেবে মাত্র ৪০০ টাকা।

এই সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে লোকসভার এক বিতর্ক থেকে। খনি মন্ত্রী সিশরাম ওলা এবং অর্থমন্ত্রী পি. চিদাম্বরমের উপস্থিতিতে সিপিআইএম সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া সেখানে তথ্য সহ এই প্রশ্ন তোলেন, পস্কোকে এই বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কেন? এতে বিরক্ত হয়ে উড়িষ্যার ভদ্রকের সাংসদ অর্জুন শেঠী বলেন, "আমি কেবল বিস্মিত হচ্ছি, ঘটনাচক্রে মাননীয় সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গের, সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কথা তুলি না। ...।"

প্রায় একইরকম ভঙ্গিতে পস্কোর প্রস্তাবিত নুয়াগাঁও চকে এক যুবক আমাদের বলেছিলেন, "বিনিয়োগ সবই ওয়েস্ট বেঙ্গলে বুদ্ধবাবু নিয়ে যাবেন, তাহলে আমরা চাকরি কোথায় পাব?" অর্থাৎ যেন এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা চলছে রাজ্যে-রাজ্যে, কে কত বিনিয়োগ টানতে পারে! উড়িষ্যা 'পিছিয়ে পড়া', তাই এগোতে গেলে তার যে কোন মূল্যে বিনিয়োগ চাই, এমনকি নিজের প্রাকৃতিক সম্পদকে খুইয়েও সেটা চাই। পশ্চিমবঙ্গ 'এগিয়ে থাকা', তার এগিয়ে থাকার ঠাঁট বজায় রাখতে তার বিনিয়োগ চাই। কিসের বিনিয়োগ, কোথায় বিনিয়োগ, কোন শিল্পে, কোন শর্তে বিনিয়োগ — এতসব দেখতে গেলে চলবে না!

অর্থাৎ সঙ্কটটা ছিল বিশ্বপুঁজির, বিনিয়োগকারীর, তারাই বিনিয়োগ করতে পেরে উপকৃত হচ্ছে। অথচ বড়ো মিডিয়ার প্রচারের ধুমে তা রাজ্যে রাজ্যে শিল্পায়ন এবং বিনিয়োগ টানার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। ভঙ্গিটা এরকম, এই লড়াইয়ে তো নামতেই হবে সমস্ত সরকারকে, নাহলে বেকারদের চাকরি হবে কী করে? অর্থাৎ আকৃষ্ট করতে চাওয়া হচ্ছে শ্রমের মজুতবাহিনী কর্মপ্রার্থী যুবসমাজকে। যদি তাদের যে কোন শর্তে এতদিনের অর্জিত মর্যাদা হারিয়ে শ্রমিক হতে হয় — যার মডেল হল SEZ — তাহলে তো বলতেই হয় 'উন্নয়ন', 'শিল্পায়ন' শব্দের আড়ালে পুঁজির পক্ষে দাঁড়াচ্ছে যেন তার বিপরীত সত্তা — শ্রম। জল-জমি-জঙ্গলের ওপর আগ্রাসনকারী পস্কোর প্রজেক্টকে ভারত সরকার SEZ-এর মর্যাদা দিচ্ছে। আর শ্রম হারাচ্ছে তার অর্জিত অধিকার, প্রাপ্য ন্যূনতম মর্যাদা।

ভিটেমাটির ওপর আগ্রাসন নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে উড়িষ্যায়, ভারতবর্ষে। শ্রমের ওপর আগ্রাসন নিয়ে এখনও নীরবতা। কোথায় কীভাবে কীরূপে শ্রমের মুখরতা আকার নিচ্ছে, তার পরশ নিতে কান পেতে রই।

দ্বিবর্ষপূর্তিতে কলিঙ্গনগরের মাতৃভূমি রক্ষায় নিহত শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

২ জানুয়ারি ২০০৮

মন্থন সাময়িকী

পস্কো প্রতিরোধের এলাকায় সফর

কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বর হয়ে জগৎসিংহপুর জেলা সদর দপ্তরে আমরা পৌঁছাই ১৫ ডিসেম্বর ২০০৭ দুপুরে। মন্থন সাময়িকী'র পক্ষে আমাদের এই দলে ছিলেন শমীক সরকার, প্রশান্ত হালদার এবং জিতেন নন্দী। তখন সেখানকার জেলা কালেক্টরেট দপ্তরের সামনে 'রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন' ও 'নব নির্মাণ সমিতি'র কর্মীদের ধরনা চলছিল। সেখানে যুব-কর্মী বিশ্বজিত রায়ের লাগাতার উপবাসের সেদিন ছিল ১১তম দিন।

কলকাতা থেকেই আমরা খবরের কাগজ মারফত জেনে গেছি, 'পোহাং স্টিল কোম্পানি' সংক্ষেপে পস্কো'র প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত এরাসামা ব্লকের তিনটি পঞ্চায়েত নুয়াগাঁও, গড়কুজঙ্গ ও ধিনকিয়াতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে পুলিশ মোতায়েন হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মদতে পস্কো-সমর্থক বলে কথিত একদল মানুষ গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। ১১ ডিসেম্বর মেধা পাটকার তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ওই এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের আগে থেকেই ফরমান দেওয়া হয়েছিল, ওঁদের সঙ্গে যে কথা বলবে তাকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

আজব শ্বেতসন্ত্রাস : কথা বললেই জরিমানা!

আমরা কালেক্টরেট দপ্তরের সামনে ওই ধরনাতেই জানতে পারলাম, নুয়াগাঁও, গড়কুজঙ্গ ও ধিনকিয়াতে এখন শ্বেতসন্ত্রাস জারি রয়েছে। গ্রামবাসীরা ভয়ে প্রায় কেউই মেধা পাটকারের সামনে মুখ খোলেনি। মেধা গ্রামে ঢোকার পর রাস্তায় গুণ্ডারা তাঁকে অনুসরণ করে এবং যারা তাঁর সঙ্গে সামান্য এতটুকু কথা বলেছে, তাদের জরিমানা করা হয়েছে। না-দিলে গ্রাম থেকে বিতাড়িত হতে হবে, এই হুমকির কাছে নতি স্বীকার করে বহু মানুষ জরিমানা মেটাতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি এতদূরে এই ধরনাতে ওই এলাকার কেউ এলে তাকেও জরিমানা করা হচ্ছে।

মেধা এবং তাঁর সঙ্গীরা ফিরে যাওয়ার মাত্র চারদিন পর আমরা রওনা হতে চলেছি পস্কো'র প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত এলাকায়। এমনই আতঙ্কের পরিস্থিতি কেউ সাহস করে আমাদের সঙ্গী হতে চাইছে না। আমরা ঠিক করলাম, জগৎসিংহপুরের জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু তিনি ওইদিন নিজের দপ্তরে ছিলেন না। আমরা তখন সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশের দপ্তরে গেলাম। তিনিও উপস্থিত ছিলেন না। শুনলাম, পস্কো-প্রকল্পের জন্য জমি জরিপের কাজ শুরু হবে, এঁরা সকলেই খুব ব্যস্ত। উড়িষ্যা সরকার খোলাখুলি পস্কো-প্রকল্পের কাজে নেমে পড়েছে। সরকারের তরফে 'নোডাল অফিসার' রাজ্য সরকারের পরিবহণ মন্ত্রকের সেক্রেটারি প্রিয়ব্রত পট্টনায়েক ৮ ডিসেম্বর এরাসামা ব্লক অফিসে পস্কোর কর্তাব্যক্তি, কালেক্টর, বিডিও এবং পস্কো-সমর্থকদের সঙ্গে মিটিং করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে মোট ৬৯৪৩ একর জমি নেওয়া হবে। তাতে বোঝা যাচ্ছে, শুধু তিনটি পঞ্চায়েতেই নয়, এরাসামা ও কুজঙ্গ ব্লকের আরও ২৩টি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকা পস্কো-প্রকল্পের আওতায় চলে যাবে।

জগৎসিংহপুর জেলা আদালতের এক আইনজীবীর কাছ থেকে আরও জানলাম, জগৎসিংহপুর জেলার সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকদের ভিতর থেকে বেছে বেছে লোক নিয়ে পস্কো এই প্রকল্পের কাজে নিয়োগ করছে, বিশেষত জমি জরিপের কাজে। এদের কাজ হল, নিয়মিত কালেক্টরেটে এবং বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। অর্ধেন্দু শেখর মহাপাত্র নামে এক অফিসার রায়গড় জেলাতে উৎকল অ্যালুমিনায় সফলভাবে কাজ করেছেন, তাঁকে এখানে পস্কোর এক নোডাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রমোদ কুমার মেহেরদাকেও রায়গড় থেকে এখানে কালেক্টর হিসেবে আনা হয়েছে। বর্তমান এসপি রাধাকৃষ্ণ শর্মাকেও রায়গড় থেকে আনা হয়েছে। এরাসামার বিডিও মুরলিধর সোয়াইনকেও রায়গড় থেকে আনা হয়েছে। এর পিছনে অর্ধেন্দু শেখর মহাপাত্র কাজ করেছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকেও পরামর্শ দেন। পুলিশই এখানে সমাজবিরোধীদের সংগঠিত করছে, যাদের পরিচয় এই জেলায় কেউ জানে না। কিন্তু জনসমক্ষে পুলিশ চুপচাপ থাকছে, যা কিছু গুণ্ডাবাজি সমাজবিরোধীরা করছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, ১৮ প্লেটুন পুলিশ তিন পঞ্চায়েতের গ্রামে গ্রামে মোতায়েন রয়েছে। প্রশাসন ও পুলিশ কোন লোককে গ্রামে অবাধে চলাফেরা করতে দিচ্ছে না। দেড় বছর আগে পস্কো কর্তৃপক্ষ উড়িষ্যা বিধানসভার সমস্ত বিধায়ক, মন্ত্রী, দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং বড়ো ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের কর্তাদের দক্ষিণ কোরিয়া পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। অনেকেই গিয়েছিল সেখানে। যারা ইতিমধ্যেই পস্কোর খাতির পেয়েছে, তারা কি পস্কোর বিরোধিতা করবে?

এরাসামা ব্লকের সন্ত্রাস-কবলিত এলাকায় অভিযান

যাই হোক, অবশেষে স্থানীয় দুজন বন্ধুকে আমাদের সফর-সঙ্গী হিসেবে পাওয়া গেল। ১৬ ডিসেম্বর সকালে আমরা একটা মোটরগাড়ি ভাড়া করে রওনা হলাম ওই এলাকার দিকে। প্রথমে আমরা গেলাম এরাসামা চকে সিপিআইয়ের জেলা সম্পাদক শশীভূষণ সোয়াইনের বাড়িতে। জগৎসিংহপুরে কমিউনিস্টদের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতার আগে থেকেই। তাঁর কাছে আমরা জানতে পারি, নুয়াগাঁও, গড়কুজঙ্গ ও ধিনকিয়া, এই তিন পঞ্চায়েতে চার থেকে পাঁচ হাজার পরিবারে প্রায় বিশ/বাইশ হাজার মানুষ। জঙ্গলের বালুজমি কয়েকশ' বছর ধরে মানুষ ব্যবহার করে আসছে, এতেই তাদের জীবন-জীবিকা। যে ৪০০৪ একর জমি পস্কো নিতে চায়, তার ৩০০০ একরে পানের বরজ। পাঁচ হাজার পরিবারের ৬০%-এর নিজস্ব জমি নেই। এমনকি ভিটের জমিটাও নিজের নয়। চাষ বলতে সজিনা, পান, ধান, মাছ। ৭০% লোক পস্কোর বিরোধিতা করছে, মাত্র আড়াই শতাংশ লোক পক্ষে, ২৫% লোক নানান সম্পর্কে বাধ্য হয়ে এদের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। আগেকার কংগ্রেসি বিধায়ক বিজয় নায়েকের ৬০ একর জমি ছিল, তার জমিদারি ছিল নুয়াগাঁও ও ধিনকিয়া পঞ্চায়েত এলাকায়। এখনকার বিজেডি বিধায়ক দামোদর রাউতের আত্মীয় এবং দলের লোকেদের হাতেও বহু জমি আছে।

পস্কো : জল-জমি-জঙ্গলের সর্বনাশ!

শশীভূষণ সোয়াইন আরও বললেন, "পস্কো চাইছে পারাদীপের পাশে জটাধারী মোহানায় তাদের নিজস্ব বন্দর হবে, বন্দর না হলে কারখানা হবে না। জগৎসিংহপুরের বর্ষার জল জটাধারী মোহানা হয়ে সমুদ্রে পড়ে। এই জেলার ৫০-৬০টি পঞ্চায়েত এলাকায় খেতের ফসল হয় এই

জলে। মোট ৮টি ব্লকের ৬টি থেকে জল বয়ে আসে এই মোহানায়। পস্কো সরকারের কাছ থেকে ক্ষুদ্র বন্দরের অনুমতি আদায় করেছে। ১৪টি বার্থ নিয়ে পারাদীপ বড়ো বন্দর, ৩০০০ মিটার লম্বা, গভীরতা ১৩ মিটার। পস্কো বন্দরের দৈর্ঘ্য হবে ৭০০০ মিটার, গভীরতা ১৮ মিটার। তাহলে শেষপর্যন্ত পারাদীপ বন্দরের অস্তিত্ব থাকবে না। পারাদীপ বন্দরের সঙ্গে এখন ৮০,০০০ মানুষ যুক্ত। এরা বেকার হয়ে যাবে। এখন হীরাকুদ থেকে পারাদীপ পর্যন্ত মহানদী চলেছে। বর্ষার জল বাদ দিয়ে সারা বছর হীরাকুদ থেকে মহানদী দিয়ে জল আসে। এখনই ওই জল পেতে সমস্যা হচ্ছে। ৩০,০০০ কৃষক জলের জন্য বিক্ষোভ দেখিয়েছে। হীরাকুদের পাশের জমিতেও কৃষক জল পাচ্ছে না। ২০০২-এর আগে উড়িষ্যা সরকারের ঘোষণা ছিল, অগ্রাধিকার হিসেবে প্রথমে পানীয় জল, দ্বিতীয় সেচ, তৃতীয় স্থানে শিল্প। ২০০২-এ ঘোষণা হল, প্রথম পানীয় জল, দ্বিতীয় শিল্প, তৃতীয় সেচ। ৭২টি নতুন প্ল্যান্ট হবে। তার দূষিত জল নদীর মধ্যে এসে পড়বে। পানীয় জলও দূষিত হবে। মহানদীতে জোবরা জলাধার থেকে চাষের জল আসছে — জাজপুর, কেন্দাপাড়া, জগৎসিংহপুর, কটক — চার জেলায়। ওই জল পুরী যাচ্ছে, আবার তা পানীয় জল হিসেবে ভুবনেশ্বর যাচ্ছে। এই পুরো জল নিয়ে আগামীদিনে সমস্যা হবে। নতুন শিল্পের ফলে এক সামগ্রিক সমস্যা তৈরি হবে উড়িষ্যায়। ... এখন ভারতে ৩৪ মিলিয়ন টন স্টিল উৎপাদন হচ্ছে। ৩২ মিলিয়ন টন ব্যবহার হচ্ছে। এখন উদ্বৃত্ত আছে। রপ্তানি করার জন্য পস্কো বন্দর বানাতে চাইছে। ওরা তো পারাদীপ বন্দরেরই এক-দুটি বার্থ নিতে পারত। পস্কো কেন নিজে বন্দর বানাতে চাইছে? তার দুটো কারণ : ২০ বছরের মধ্যে স্টিল রপ্তানির কাজ শেষ হয়ে যাবে। পস্কো সমেত মোট ৪৫টা সমঝোতাপত্র (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষর হয়েছে স্টিল প্ল্যান্টের জন্য। এরপর উড়িষ্যায় আর আকরিক লৌহ পাওয়া যাবে না। তখন শুধু বন্দরটাই থাকবে পস্কোর হাতে। সেটা পস্কো স্বাধীনভাবে নিজের কাজে লাগাবে। এটা হবে ভারতের প্রথম বিদেশি বন্দর। দেশের স্বাধীনতার জন্য দু'শ বছরের লড়াই হয়েছে। আর একবার ভারতকে বিদেশি মুলুক বানানো হচ্ছে, SEZ-এর জন্য। খণ্ডাধার এবং চিলকা, ভারতের ১০০টি বড়ো পর্যটন ক্ষেত্রের মধ্যে উড়িষ্যায় রয়েছে এই দুটি। খনিজ উত্তোলনের ফলে খণ্ডাধার শেষ হয়ে যাবে। সেখানকার আদিবাসীরাও শেষ হয়ে যাবে। কারণ তাদের বাঁচার স্বাভাবিক ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। এইজন্য শুধু আমরাই নয়, বহু সংগঠন, ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল পস্কোর বিরোধিতা করছে। আমাদের দলের সম্মেলন হতে চলেছে, আমি সেখানে এর বিরুদ্ধে এক বৃহত্তর মঞ্চ গঠন করার প্রস্তাব রাখছি।"

বালিটুথ : পস্কোর সন্ত্রাসের যেখানে শুরু

জগৎসিংহপুর শহর থেকে গাড়িতে বালিটুথ গ্রাম প্রায় দু'ঘন্টার পথ। ধানখেতের মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা। এবছর খুবই ভালো ধান হয়েছে। মাঠে মাঠে পাকা ধান, কোথাও কোথাও কেটে গোছা করে বাঁকে করে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে লোকে। এই বালিটুথেই লোনা নদীর ওপর পোল বসানো হয়েছিল ১৯৮৪ সালে। তার আগে সমুদ্র-তীরবর্তী এই অঞ্চলের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ছিল না।

বালিটুথ হল নুয়াগাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় ঢোকার প্রবেশ-পথ। এবছর মে মাস থেকেই

পস্কো কোম্পানি এই এলাকার মানুষের অপরিচিত বাইরের গুণ্ডা নিয়ে এসে গ্রামবাসী এবং আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। রিভলভার বোমা নিয়ে তারা হামলা চালায়। তখন থেকেই এই আন্দোলনে শামিল বিভিন্ন কর্মী এবং সবক'টি গ্রামের মানুষ উপলব্ধি করে যে নুয়াগাঁওতে ঢোকার আগে বালিটুথেই কোম্পানির লোক আর বহিরাগত গুণ্ডাদের আটকাতে হবে, নচেৎ তাদের ভিটেমাটি রক্ষা করা যাবে না।

২৯ নভেম্বর বালিটুথে 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি'র নেতৃত্বে দু'মাস ধরে চলা গণ-অবস্থানের ওপর বড়ো ধরনের হামলা চলে। স্থানীয় বিজেডি বিধায়ক দামোদর রাউতের নেতৃত্বে পস্কো-সমর্থক এবং পস্কো কোম্পানির পাঠানো গুণ্ডাদের এক বিশাল মিছিল এসে প্রথমে পাঁচটি বোমা ছোঁড়ে। আচমকা এই আক্রমণে অবস্থানরত মহিলারা পালাতে চেষ্টা করে। তাদের পাথর ছুঁড়ে ঘায়েল করা হয়। অবস্থানের তাঁবু পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপরই গ্রামে গ্রামে পুলিশ চৌকি বসানো হয়। বোঝা যায়, সবটাই সরকার এবং পস্কো কোম্পানির পরিকল্পিত এক কর্মসূচী।

৪ ডিসেম্বর 'রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন'-এর জাতীয় আহ্বায়ক বিশ্বজিত রায়, সাহিত্যিক রবি সাহু এবং ৪ জন মহিলা-কর্মী বালিটুথে গিয়ে অনির্দিষ্টকালীন উপবাসে বসেন। ৫ তারিখ সেখানে শান্তির আবেদন নিয়ে পৌঁছান সুপরিচিত কবি শৈলজা রবি এবং তাঁর সঙ্গীরা। ফের হামলা করে জবরদস্তি তাঁদের সেখান থেকে উৎখাত করা হয়। অনশনমঞ্চে রাখা গান্ধীজির ছবি লাথি মেরে একজন হামলাকারী বলে, 'গান্ধীর নাতি সেজেছ?' সমস্ত ঘটনাই ঘটে ওখানে কর্তব্যরত (!) পুলিশের সামনে। সেদিনই বিশ্বজিত রায় সরে এসে জগৎসিংহপুর কালেক্টরেটের সামনে লাগাতার উপবাসে বসেন।

এপর্যন্ত সবটা আমরা অন্যদের মুখে শুনেছি। কিছুটা উড়িষ্যা থেকে প্রকাশিত নানান খবরের কাগজেও দেখেছি। এবার আমাদের সামনে সেই বালিটুথ গ্রাম। পোলে ওঠার কিছু আগেই একটা পুলিশ-জিপ আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আমরা দেখলাম তাতে বেশ কিছু যুবক বসে রয়েছে, কিন্তু পুলিশের পোশাকে একজনও নেই। আমরা বালিটুথ পেরোলাম, একটা শেডের নীচে পুলিশ জড়ো হয়ে রয়েছে। ওরা আমাদের আটকালো না। আমরা তাদের পাশ দিয়ে নুয়াগাঁওয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম।

নুয়াগাঁও গ্রামের গোড়াতে একটা চক মতো জায়গা। আমরা গাড়ি থামিয়ে নামলাম। সেখানে একটা বন্ধ দোকানের সামনে চারজন লোক তাস খেলছে। আমরা আগেই শুনেছিলাম, মেধা পাটকার যেদিন গিয়েছিলেন সেদিনও দামোদর রাউত সরাসরি ওখানে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তাস খেলার ছুতোয় একটা নজরদারি নুয়াগাঁও ঢোকার মুখেই রাখা হয়েছিল। তারাই সমস্ত বার্তা পাঠাচ্ছিল আর মোটর বাইকে চেপে কিছু যুবক মেধাদের আগে আগে গিয়ে কাজ সারছিল যাতে তাঁদের যাত্রা পণ্ড হয়। আমরা সরাসরি ওঁদের কাছে গিয়েই আমাদের পরিচয় দিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম। আমরা বললাম, আমরা গ্রামবাসীদের কাছে জানতে চাই, পস্কোকে জমি দেওয়ার বিষয়ে তাদের কী মত। ওঁদের মধ্যে একজন, গলায় তোয়ালে জড়ানো, প্রথমে নাম বলতে চাইছিলেন না, পরে জানলাম অভিরাম সোয়াইন, সরকারি কর্মচারী। প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? কেন এসেছেন? কলকাতার পত্রিকার কথা শুনে বললেন, 'এখানে তো কোন প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে না। বাইরের লোকের কাছে আমরা

কিছু বলছি না। এখানে সকলেই পস্কোর বিরুদ্ধে। কলকারখানা হলে আমরা কী পাব সেটা দেখতে হবে তো। তবে বিনিয়োগ সবই ওয়েস্ট বেঙ্গলে বুদ্ধবাবু নিয়ে যাবেন, তাহলে আমরা চাকরি কোথায় পাব? ...' আমরা হিন্দিতেই কথা বলছিলাম। এরপর আমরা নুয়াগাঁও ও গড়কুজঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সদ্য জেতা কংগ্রেস নেতা টমিল প্রধান এবং অনাদি রাউতের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। তিনি আমাদের টমিল প্রধানের বাড়ির পথ-নির্দেশ বুঝিয়ে দিলেন। আমরা সেখানে গেলাম। টমিল প্রধান ছিলেন না। আমরা গেলাম অনাদি রাউতের বাড়িতে। অনাদি রাউত বেরিয়ে এসে হাতজোড় করে ইংরেজিতে বললেন, 'আই ক্যান নট সে এনিথিং। আই অ্যাম নাও গোয়িং টু পঞ্চায়েত কমিটি'স মিটিং ইন গোবিন্দপুর।' এই কথা বলে প্রায় দ্রুতপায়ে তিনি পালিয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে কিছু মানুষও সেখানে জড়ো হয়ে যাচ্ছিল। আমরা বুঝলাম এরা ঠিক করে নিয়েছে কথা বলবে না। গ্রামবাসীদের চোখেমুখে ভয়ার্ত ভাবটাও আমাদের নজরে এসেছে।

আমরা গাড়ি নিয়ে এগোলাম গোবিন্দপুরের দিকে। ধিনকিয়া পঞ্চায়েতের মধ্যে দুটি গ্রাম, গোবিন্দপুর এবং ধিনকিয়া। আমরা আগেই জেনেছিলাম, এবছর ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই দুটি গ্রামে গোলমালের জন্য ভোট হতে পারেনি। কিন্তু নুয়াগাঁও এবং গড়কুজঙ্গে বিজেডি প্রার্থীদের বিরাট ব্যবধানে হারান কংগ্রেস প্রার্থী ভাস্কর সোয়াইন ও নকুল নায়েক। নির্বাচনের আগে এঁরা ছিলেন পস্কো-বিরোধী আন্দোলনের শরিক। ভোটে জিতে এঁরা পস্কো-সমর্থক হয়ে যান। বিজেডি বিধায়ক দামোদর রাউতও শুরুতে পস্কোর পক্ষে নামেননি। সেই কারণেই নাকি বিজেডি-নেতৃত্ব তাঁর মন্ত্রীত্ব কেড়ে নেয়। পরে তিনি খোলাখুলি পস্কোর পক্ষে মাঠে নামেন।

ধিনকিয়া গ্রামে যাওয়ার পথের ওপর কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি গেট। সামনেই পুলিশ চৌকি। আমরা একটু দূরে গাড়ি থেকে নেমে এগোতেই পুলিশেরা এসে আমাদের পথরোধ করে দাঁড়াল। আমরা পরিচয় দিয়ে হিন্দিতে বললাম, 'গোবিন্দপুর এবং ধিনকিয়ার মানুষের সঙ্গে আমরা কথা বলতে চাই।' ওরা জবাব দিল, 'এখানকার লোকে আপনাদের ওদিকে যেতে দেবে না। ওদিকে মাওবাদীরা আছে। আপনাদের গাড়ি ভেঙে দেবে, ক্যামেরা কেড়ে নেবে।' আমরা বললাম, 'ঠিক আছে, সেটা আমরা বুঝে নেব।' ওরা বলল, 'না, আমরা আপনাদের যেতে দেব না। আপনারা থানা থেকে অনুমতি নিয়ে আসুন।' ইতিমধ্যে একজন পুলিশ গিয়ে গেটে তালা লাগিয়ে দিল। পিছনে তখন বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। আমরা বললাম, 'বেশ, আমরা এদের সঙ্গেই কথা শুরু করি।' ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে আমরা একটু তফাতে গিয়ে জড়ো হওয়া লোকের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম। এক-একজন করে প্রশ্ন করলাম, কী নাম, কোথায় ঘর, কত জমি আছে, পস্কোকে জমি দিতে চান কিনা। তিনজন বললেন, তাঁদের নিজস্ব কোনও জমি নেই। একজন বললেন, তাঁর ঘরের জমিরও পাট্টা নেই। জঙ্গলের জমিতে পানের চাষ করেন, ১০-২০-৫০ ডেসিমেল জমিতে সারা বছর পান চাষ করে ৮-১০-১৫ জনের সংসার চলে যায়। কারও ঘরেই অন্য কোনও রোজগার নেই। পস্কো বলেছে, তাদের জমির বদলে 'মূল্য ধরে দেবে'। আমরা বললাম, 'জমি তো আপনার নিজের নয়, কী হিসেবে মূল্য পাবেন?' তখন একটু থতমত খেয়ে গেলেন ওঁরা। একজন বললেন, না দিলে কি আমরা

জমি ছেড়ে চলে যাব? দু'তিনজন একটু তফাতে চলে গিয়ে মোবাইল ফোনে কথা বলতে শুরু করে দিলেন। এদের একজনকে প্রশ্ন করতেই তিনি ভিডিও ক্যামেরার সামনে থেকে সরে গিয়ে অন্য আর একজনকে এগিয়ে দিলেন এবং কিছুই জবাব দিলেন না। বুঝতে পারলাম, এরা বাইরের লোক, ক্যামেরায় ধরা দিতে চাইছে না। ঠিক তখনই একটা জিপ থেকে দুজন পুলিশের লোক এসে নামলেন। একটা টেবিলের সামনে বসে তাঁরা আমাদের ডেকে পাঠালেন। বুঝলাম, এঁরা অফিসার গোছের কেউ। আমাদের পরিচয় তাঁরা একটা খাতায় লিখতে শুরু করলেন। আমরা বললাম, 'আমরা ধিনকিয়ায় যেতে চাই।' ওঁরা বললেন, 'হ্যাঁ, আপনারা যান।' তালা খুলে দেওয়া হল। আমরা বুঝলাম কোন কারণে প্রশাসনের দ্রুত মত পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের গাড়ির ভিতরে আর পিছনের ডিকি খুলে তল্লাসি করা হল।

ধিনকিয়াতে ঢোকার মুখেই 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি'র গেট। তালা খুলে আমাদের ঢোকানো হল। গেটে 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি' লেখা রয়েছে, গ্রামবাসীদের পাহারাও রয়েছে। আমরা সমিতির নেতা অভয় সাহু সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম। আমাদের নিয়ে যাওয়া হল এক মন্দিরের পাশে এদের অফিসে। অভয় সাহু যেন কিছুটা প্রস্তুতই ছিলেন। তিনি বসে একটানা তাঁর পূর্ণ বক্তব্য পেশ করলেন। আমরা কথা বললাম অন্যদের সঙ্গে, যাঁদের মধ্যে কয়েকজন গোবিন্দপুর এবং নুয়াগাঁও থেকে এখানে এসে রয়েছেন, এঁরা নেতৃস্থানীয়। আবার কেউ কেউ পালিয়েও এসেছেন। যাঁরা ২৯ নভেম্বরের হামলায় জখম হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও সামান্য কথা হল। এক বৃদ্ধা গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘরে শয্যাশায়ী, তাঁকেও আমরা দেখতে গেলাম। একভাবে গোটা গ্রাম অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে ২৯ তারিখ থেকে। গ্রামে ঢোকার তিনটি রাস্তাতেই সতর্ক-ঘন্টি লাগানো রয়েছে। কোনও আক্রমণ এলেই যাতে গ্রামের সব মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া যায়। সড়ক পথে সরাসরি মানুষ বা কোনকিছুর যাতায়াত বন্ধ। প্রচুর মিথ্যা মামলা করা হয়েছে 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি'র সক্রিয় কর্মীদের নামে। অথচ এদিক থেকে একটা ডায়েরিও করা যায়নি থানায়। শুনলাম, শুধু গোবিন্দপুরেই ২৭০ জনের ওপর জরিমানা করা হয়েছে। যারা দেয়নি, তাদের গ্রাম ছেড়ে পালাতে হয়েছে। সর্বত্র এক ঠাণ্ডা সন্ত্রাসের পরিবেশ ছেয়ে রয়েছে। ফেরার সময়ও পুলিশ এগিয়ে এসে আমাদের গাড়ির ভিতরটা ভালো করে দেখে নিল।

যখন বালিটুথ হয়ে ফিরছি, তখন আবার পুলিশের সেই জিপটা আমাদের পেরিয়ে গেল, ভিতরে সেইসব যুবক, বুঝলাম এরাই গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর জগৎসিংহপুরে পৌঁছে দেখা হল নুয়াগাঁওয়ের এক গ্রামবাসীর সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে শুনলাম, জমি না থাকলেও এক-একটি পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে প্রচার হচ্ছে। তবে গোবিন্দপুরে এদিনের পঞ্চায়েত কমিটির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে, যা কিছু মৌখিক বলা হচ্ছে, লিখিত দিতে হবে পস্কোকে। আমরাও যা দেখে এলাম, পস্কো-বিরোধী একটা বাতাবরণ রয়েছে তিন পঞ্চায়েতেই, এত সন্ত্রাসের পরও সেটা মুছে যায়নি।

পস্কো প্রতিরোধ আন্দোলনের দিনলিপি

জগৎসিংহপুর ছিল অতীতে কটক জেলার অংশ। ১৯৯৪ সালের ১ এপ্রিল জগৎসিংহপুর একটি জেলার মর্যাদা লাভ করে। উড়িষ্যার ৩০টি জেলার মধ্যে ক্ষুদ্রতম এই জেলা প্রশাসনিকভাবে আটটি ব্লকে বিভক্ত। বর্তমান কুজঙ্গ তহসিল সুদূর অতীতে ছিল সান্ধা রাজ্যের অন্তর্গত। বঙ্গোপসাগর এবং গ্রামগুলির মাঝখানে বিস্তীর্ণ বালুজমি, এটা ছিল জঙ্গল। দেশের পূর্ব উপকূলের এই বালির বিশেষত্ব হল, এটা কম লবণাক্ত। তিন-চার ফুট বালি খুঁড়লেই পাওয়া যায় মিষ্টি জল। এখান থেকে লোকে যেমন জ্বালানী কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করতে আসে, আবার এর ওপর লোকে পুরুষানুক্রমে পানের চাষ করে এসেছে। তিন ধরনের জঙ্গল আছে : সংরক্ষিত, অসংরক্ষিত আর খেসরা। এই বালুজমিকে বলা হয় 'খেসরা' জমি। এই অঞ্চলে সংরক্ষিত জঙ্গল নেই। এটা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জমি। ৫ ডেসিমেল, ২০ ডেসিমেল, ৫০ ডেসিমেল জায়গার ওপর এক-একটা পানের বরজ। এক-একটা বরজ ২০ থেকে ৩০ বছর চলে। তারপর অন্য জায়গায় চাষ হয়। তাই গ্রামবাসীরা স্থায়ী পাট্টা নেয়নি, কারণ তাহলে কর দিতে হত, যার পরিমাণ সেই আমলে কম ছিল না। আগে এই অঞ্চল ছিল ব্রিটিশের খাসমহল এলাকা। স্বাধীনতার পর এই এলাকাকে খাসমহল হিসেবেই ধরা হয়েছে। উড়িষ্যায় দু'রকম এলাকা ছিল। এক, গরজাত এলাকা, যা দেশীয় রাজাদের এলাকা (Princely State)। দুই, ব্রিটিশের খাসমহল এলাকা। ১৯৩০ সাল নাগাদ ব্রিটিশ সরকার নিলামে বর্ধমান রাজাকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য দেওয়ার পর থেকে এই এলাকার জমি বর্ধমানের রাজার নামে রেকর্ড হয়ে যায়। ব্যক্তিগত জমির পাট্টাও ওঁর নামে ছিল। বর্ধমান রাজার বিরুদ্ধে গ্রামবাসী আন্দোলন শুরু করে সিপিআই নেতা লোকনাথ চৌধুরির নেতৃত্বে। জগৎসিংহপুর ছিল কমিউনিস্টদের দুর্গ। স্বাধীনতার পরে এই জমি সরকারি জমি হয়ে যায়। ১৯৬০-এর দশকে, লোকনাথ চৌধুরি তখন এই অঞ্চলের বিধায়ক, এই জঙ্গলকে রক্ষা করার জন্য রাজস্ব নথি থেকে একে বন দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। কারণ জঙ্গল ধ্বংস হলে সমুদ্র-তীরবর্তী গ্রামগুলি সাইক্লোনের কবলে পড়ে শেষ হয়ে যাবে। জঙ্গল থেকে গ্রামবাসীদের জ্বালানি ইত্যাদির সংস্থান, পানের বরজ নষ্ট হয়ে যাবে। আন্দোলন জয়যুক্ত হয়, অঞ্চলটি 'গ্রাম্য জঙ্গল' (community forest)-এর মর্যাদা পায়। এই খেসরা জমিতে যেমন পানের বরজ ছিল, তেমনি ছিল বড়ো বড়ো ঝাউ ইত্যাদি গাছ। ২৯ অক্টোবর ১৯৯৯ এক বিপুল ঘূর্ণীঝড়ে (Super Cyclone) সব গাছ ধ্বংস হয়ে যায়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এরাসামা ব্লক।

পারাদীপ বন্দর থেকে ১০কিমি দূরত্বে কুজঙ্গ তহসিলের অন্তর্গত এরাসামা ব্লকের নুয়াগাঁও, গড়কুজঙ্গ এবং ধিনকিয়া পঞ্চায়েতের ৭টি রাজস্ব-গ্রাম এবং ৪টি ছোটো গ্রাম পস্কোর প্রস্তাবিত প্ল্যান্ট-এলাকার মধ্যে পড়বে। কুজঙ্গ তহসিলদারের হিসেব অনুযায়ী, উড়িষ্যা সরকার এই প্রজেক্টের জন্য মোট ৪০০৪ একর অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে ৩৫৬৬ একর সরকারি এবং ৪৩৮ একর ব্যক্তিগত জমি। এই প্রজেক্টের জন্য গড়কুজঙ্গ পঞ্চায়েতের পোলাং গ্রামের ৬২টি, ভুইয়ালপাল গ্রামের ১২টি এবং নুলিয়াশাহী গ্রামের ১৩৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে; ধিনকিয়া পঞ্চায়েতের ধিনকিয়া গ্রামের ১৬২টি এবং গোবিন্দপুর গ্রামের ৯০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে; নুয়াগাঁও পঞ্চায়েতের একমাত্র গ্রাম নুয়াগাঁওয়ের ১০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা সরকারি মতে দাঁড়াবে ৪৭১। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই তিনটি পঞ্চায়েতের মোট ৩৩৫০টি ঘরে ২২০০০ মানুষের বাস। এদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তফশিলি জাতিভুক্ত। বাস্তবে এই পুরো জনসমষ্টির জীবন-জীবিকা পস্কো প্রজেক্টের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনটি পঞ্চায়েতের প্রায় ১০,০০০ চাষী ৫০০০

পানের বরজের সঙ্গে যুক্ত। একর-প্রতি ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা খরচ করলে এক মাসের মধ্যে তা ফিরে আসে হাতে। গড়ে এক একরে পান উৎপাদন বাবদ বছরে এক লক্ষ টাকা আয়, আরও এক লক্ষ টাকার আনুষঙ্গিক কাজের থেকে আয় হয়। এই পান যায় মুম্বাই, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং সৌদি আরবে। গ্রীষ্মে কাজু চাষও অন্যতম প্রধান জীবিকা। এই এলাকার ৫০% পরিবার মাছ চাষে যুক্ত। এক একরের পুকুরে বছরে সাত লক্ষ টাকার চিংড়ি উৎপাদন হয়। বহু মানুষ জটাধারী নদীর মোহানায় মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে। বহু পাখি এবং দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির কচ্ছপ (Oliver Ridley Turtles)-এর আস্তানা এই জটাধারী মোহানা, যেখানে পস্কোর আরক্ষিত বন্দরের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। নুলিয়াশাহী গ্রামের ১০৮টি পরিবারই মৎসজীবী। গ্রামের লাগোয়া রয়েছে ধানচাষের জমি। এছাড়া রয়েছে গরু-মহিষ পালন এবং জঙ্গল থেকে সংগৃহীত কাঠ, সজিনা, কেওড়া, নারকেল, সুপারি। যদিও তহসিল-দপ্তরে এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কোনও নথি নেই। সর্বশেষ সেট্‌লমেন্ট রেকর্ড হয় ১৯৮৪ সালে। এতে কেবল চাষের জমির কাজকে নিয়মিত পেশা হিসেবে দেখানো হয়েছে। গবাদি পশু চরানো, জ্বালানি সংগ্রহ, কাজুচাষ, এমনকি মাছ ধরাও নথিভুক্ত করা হয়নি।

আকরিক লৌহ উত্তোলনের জন্য পস্কোকে কেওনঝড় ও সুন্দরগড় জেলার খণ্ডাধার পার্বত্য অঞ্চলের ৬২০০ হেক্টর এলাকা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে উড়িষ্যা সরকার। কেওনঝড় জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ৩৩,০০০ হেক্টর জুড়ে ইতিমধ্যে ১০৫টি মাইনিং কোম্পানি প্রতিদিন ২.৪ লক্ষ টন আকরিক লৌহ উত্তোলন করে। এর বেশিরভাগ অংশ পারাদীপ বন্দর দিয়ে ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশে চলে যায়। খনিজ উত্তোলনের ফলে স্থানীয় আদিবাসী সমাজ এবং তাদের জীবনযাত্রা ইতিমধ্যেই বিপন্ন হয়েছে।

আগস্ট ২০০৪

২০০৩ সালেই উড়িষ্যা সরকার SEZ-এর জন্য নীতি গ্রহণ করে এবং ২০০৪-এ 'শিল্পায়ন'-এর গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য Orissa Industries Facilitation Act প্রণয়ন করে। ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার কিউংসানবুক প্রদেশের পোহাং শহরের 'পোহাং স্টিল কোম্পানি' সংক্ষেপে পস্কো এবং অস্ট্রেলিয়ার বিএইচপি বিলিটন যৌথভাবে উড়িষ্যায় বছরে ১০০ লক্ষ টন উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব দেয়। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই উড়িষ্যা সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু পস্কো সরাসরি এখান থেকে আকরিক লৌহ রপ্তানি করতে চাওয়ায় অসুবিধা সৃষ্টি হয়। পস্কোর মতে, এখানকার আকরিকে অ্যালুমিনার ভাগ ২-৩% বেশি থাকার জন্য একে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করা আকরিকের সঙ্গে মিশিয়ে প্ল্যান্টে ব্যবহার করতে হবে।

এপ্রিল ২০০৫

২০০৫-এর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে উড়িষ্যা সরকার পস্কোর জন্য আকরিক লৌহ উত্তোলনের স্থান চিহ্নিত করতে রাজি হয়। পস্কো পঞ্চাশ বছর ধরে ১০০০ কোটি টন আকরিক লৌহ উত্তোলনের অধিকার দাবি করে। এমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য

মন্তক পস্কোর প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। ১৪ এপ্রিল ছিল পস্কোর সঙ্গে উড়িষ্যা সরকারের সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের দিন, পস্কো তা বাতিল করে। কিন্তু দু'পক্ষের গতিবিধি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, পস্কো উড়িষ্যায় আসছে।

১৬ মে ২০০৫

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম উড়িষ্যা সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে পস্কোর কর্তাব্যক্তিদের এক সভা করে পস্কোর প্রজেক্টের কাজ দ্রুততর করার বিষয়ে আলোচনা করেন।

২২ জুন ২০০৫

উড়িষ্যার জগৎসিংহপুর জেলার পারাদীপে ৫২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে (ভারতের একক বৃহত্তম FDI বিনিয়োগ) পস্কো ১২০ লক্ষ টন উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন একটি অখণ্ড ইস্পাত কারখানা (Integrated Steel Plant) এবং আরক্ষিত বন্দর নির্মাণ করবে, এই মর্মে পস্কো এবং উড়িষ্যা সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়।[দ্রষ্টব্য : সংযোজনী ১ : সমঝোতাপত্রের সারাংশ]

১৩ জুলাই ২০০৫

সরকার তিন পঞ্চায়েতের মোট পরিবারের সংখ্যা জানতে চেয়ে তহসিল-দপ্তরকে একটি নোটিশ দেয়।

জুলাই ২০০৫

১৯৯৯ সালে সামুদ্রিক ঝড়ের পরবর্তীকালে জগৎসিংহপুর জেলার যুবকেরা 'নব নির্মাণ সমিতি' গঠন করেছিল। এপ্রিল মাস থেকেই তারা এই প্রজেক্টের সম্ভাব্য ক্ষতির দিকগুলি নিয়ে নাটক ও গানের মধ্য দিয়ে তিনটি পঞ্চায়েতের গ্রামে গ্রামে প্রচার শুরু করে। বিজেডি, বিজেপি, কংগ্রেস মিলে এখানে 'পস্কো ক্ষতিগ্রস্ত একতা মঞ্চ' গঠন করে। পস্কো-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করতে জুলাই মাসে সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অভয় সাহু এই অঞ্চলে আসেন। তাঁর নেতৃত্বে 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি' গড়ে ওঠে।

১৯ অক্টোবর ২০০৫

'নব নির্মাণ সমিতি' ও 'রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন' এদিন জগৎসিংহপুর থেকে পস্কো-বিরোধী পদযাত্রা শুরু করে। ২৯ অক্টোবর তারা ভুবনেশ্বরে 'পস্কো ইন্ডিয়া'র দপ্তর 'ফরচুন টাওয়ার্স'-এ পৌঁছায়।

২৫ নভেম্বর ২০০৫

কুজঙ্গ-এর তহসিলদার পস্কোর জমি অধিগ্রহণের প্রথম নোটিশ লাগায় নুয়াগাঁওয়ের 'রেভিনিউ ইন্সপেক্টরের অফিস'(RIO)-এ। এই নোটিশ মারফত গ্রামবাসীদের জানানো হল,

'ওড়িশা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' (IDCO) পস্কো কোম্পানির জন্য অনাবাদী, গোচর, শ্মশান ইত্যাদির জমি অধিগ্রহণ করবে। যদি কারও কোন অভিযোগ থাকে তো জানাও। পুরো এলাকায় এর জন্য আবেদনপত্র (ফর্ম) পাঠানো হল।

২৭ ডিসেম্বর ২০০৫

RI অফিসে পস্কোর জন্য জমি জরিপ থেকে শুরু করে জমি অধিগ্রহণের সমস্ত কাজ বন্ধ করার দাবিতে RI অফিসের সামনে 'নব নির্মাণ সমিতি' ও 'রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন' ধরনা শুরু করে।

২৪ জানুয়ারি ২০০৬

লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ রবি রায় এখানে আসেন। আন্দোলনের সমর্থনে তাঁর জনসভায় খুবই ভালো জনসমাবেশ হয়। ইতিমধ্যে ২ জানুয়ারি ২০০৬ টাটা স্টিল প্ল্যান্টের জন্য জমি দখল করতে গিয়ে পুলিশ ১২ জন আদিবাসীকে কলিঙ্গনগরে হত্যা করে।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

'ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব পিপল্‌স মুভমেন্ট্‌স'-এর নেত্রী মেধা পাটকর, 'যুব ভারত'-এর নেতা রাকেশ রফিক এবং অধ্যাপক মনোরঞ্জন মোহান্তি এখানে আসেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

নুয়াগাঁওয়ে RI অফিসের সামনে 'নব নির্মাণ সমিতি' ও 'রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন'-এর কর্মীরা RI অফিসে পস্কোর কাজ বন্ধ করার দাবিতে অনির্দিষ্টকালীন উপবাস শুরু করে।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

এরাসামার বিধায়ক তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েতীরাজ মন্ত্রী দামোদর রাউত রাজস্ব মন্ত্রী মনমোহন শ্যামলকে নিয়ে এলাকায় ঢুকতে গেলে বালিটুথে গ্রামের লোকে তাঁদের গ্রামবাসীরা বাধা দিল, ওঁরা গ্রামে ঢুকতে পারলেন না। ওঁরা ক্ষতিপূরণের 'প্যাকেজ' ঘোষণা করতে এখানে আসছিলেন।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

গ্রামের মহিলারা একত্রিত হয়ে নুয়াগাঁও RI অফিসে তালা লাগিয়ে দিল।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০৬

ফেব্রুয়ারিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন হল। 'নব নির্মাণ সমিতি' ও 'রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন'-এর কর্মীরা এইসময় 'কারা গ্রাম ভাঙতে চাইছে' নামে এক পথনাটকের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে প্রচার করে : নির্বাচনে অংশ নিলে পস্কো-বিরোধী ঐক্য ভেঙে যাবে। 'পস্কো প্রতিরোধ

সংগ্রাম সমিতি’র সম্পাদক শিশির মহাপাত্র সর্বপ্রথম সিপিআইয়ের পক্ষ থেকে নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে দিলেন। তাতে সমস্ত দল নির্বাচনে নেমে গেল। দুটি পঞ্চায়েতে কংগ্রেস–প্রার্থী নকুল নায়েক এবং ভাস্কর সোয়াইন ‘পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি’র সমর্থন নিয়ে দাঁড়ালেন। এই দুজনই পস্কো–বিরোধী প্রার্থী হিসেবে জিতে গেলেন। ধিনকিয়া পঞ্চায়েতে বুথ–দখল ইত্যাদি গণ্ডগোলের ফলে নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেল।

মার্চ–এপ্রিল ২০০৬

বিজেডি বিধায়ক দামোদর রাউত শুরুতে পস্কোর প্রজেক্টকে SEZ–এর মর্যাদা দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন।* পরে তিনি খোলাখুলি পস্কোর পক্ষে এলাকায় নেমে পড়েন। এই সময় পস্কো–বিরোধী আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়। ২০ এপ্রিল বিজেডি’র লোকেরা ‘প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি’র ৫ নেতা এবং ২০০ লোকের বিরুদ্ধে মামলা করে। বিজেডি পস্কোর সমর্থনে খোলাখুলি নেমে পড়ায় ‘ক্ষতিগ্রস্ত একতা মঞ্চ’ ভেঙে গেল। কংগ্রেস আলাদা ‘ভিটামাটি সুরক্ষা মঞ্চ’ গঠন করল।

২১ জুন ২০০৬

২০০৬ সালের উড়িষ্যা সরকারের পুনর্বাসন নীতি (Orissa Resettlement and Rehabilitation Policy, 2006) অনুযায়ী রাজস্ব বিভাগের কমিশনারের অধীনে Rehabilitation and Periphery Development Advisory Council গঠন করা হয়।

৯ এপ্রিল ২০০৭

উড়িষ্যা সরকার জগৎসিংহপুর জেলায় বেশ কয়েক প্লেটুন আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করে।

১৫ এপ্রিল ২০০৭

পস্কো প্রজেক্টের পরিবেশগত অনুমোদনের জন্য জনশুনানি (Environment Clearance Public Hearing) হয় এই এলাকা থেকে ২০কিমি দূরে কুজঙ্গে। এতে প্রস্তাবিত এলাকার গ্রামবাসীরা অংশ নেয়নি। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রক নীতিগতভাবে প্রজেক্টের অনুমোদন দেয়।

*** (শোনা গেছে, দামোদর রাউত প্রথমে ‘এসার গোষ্ঠী’র দিকে বেশি ঝুঁকেছিলেন। ১০,৭২১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে বছরে ৪০ লক্ষ টন উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন স্টিল প্ল্যান্ট পারাদীপে নির্মাণ করার বিষয়ে ২১ এপ্রিল ২০০৫ এসার গোষ্ঠী (Hy-Grade Pellets Ltd.)–র সঙ্গে উড়িষ্যা সরকারের চুক্তি হয়।**

১৮ এপ্রিল ২০০৭

ধিনকিয়া, গোবিন্দপুর, পাটনা এবং অন্যান্য গ্রাম থেকে কয়েকশ’ ছেলেমেয়ে তিন গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে মিছিল করে আওয়াজ তোলে : ‘পস্কো হটাও, আমা ভিটামাটি বাঁচাও’।

১৯ এপ্রিল ২০০৭

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে সভা করে রাজ্য সরকারকে এই প্রজেক্টের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে বলেন।

১৯ মে ২০০৭

‘যুব ভারত’–এর নেতা বিচিত্র বিসোয়াল, উমাকান্ত ভরত, রশ্মিরঞ্জন সোয়াইন এবং রমাকান্ত জেনাকে নুয়াগাঁওয়ে কংগ্রেস নেতা টমিল প্রধানের নেতৃত্বে কিছু সমাজবিরোধী মারধোর করে।

২০ মে ২০০৭

টমিল প্রধানের বাড়ির সামনে গ্রামের মহিলারা বিক্ষোভ দেখায়। আরও ৩০০ গ্রামবাসী নুয়াগাঁওয়ের মাথাশাহীর দিকে মিছিল করে গেলে তাদের ওপরও ব্যাপক হামলা করা হয়। পস্কো–নিয়োজিত এলাকায় অপরিচিত কিছু গুণ্ডা রিভলভার ও বোমা নিয়ে নেতৃত্বাধীন সত্যাগ্রহীদের শাসালে গ্রামের মহিলারা তাঁদের ঘিরে রাখে। গ্রামের মানুষ জড়ো হয়ে গেলে গুণ্ডারা পালিয়ে যায়। সেদিন সন্ধ্যায় সমস্ত পস্কো–বিরোধী শক্তি একত্রিত হয়ে নুয়াগাঁওতে ব্যারিকেড তৈরি করে গ্রাম–পাহারা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে গুণ্ডা এবং কোম্পানির লোকেরা এলাকায় ঢুকতে না পারে।

১ অক্টোবর ২০০৭

এদিন থেকে বালিটুথে ‘পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি’–র নেতৃত্বে লাগাতার ধরনা ও গ্রাম–পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। এতে দিনেরবেলা তিন পঞ্চায়েতের মহিলারা ব্যাপকভাবে অংশ নেয়।

১১–১৫ অক্টোবর ২০০৭

১১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার গড়কুজঙ্গ পঞ্চায়েতের কাছে হাদুয়া গ্রামে উড়িষ্যা সরকারের ‘রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট’ একটি সেতু নির্মাণ করতে গেলে গ্রামবাসীরা ১১জন নির্মাণকর্মীকে আটকে রাখে। ১৩ অক্টোবর শনিবার পস্কোর ৪জন কর্মচারীকেও আটক করে কয়েকঘন্টার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। পস্কোর লোকেদের প্রস্তাবিত প্রজেক্ট এলাকায় নিরাপদে প্রবেশের জন্যই ওই সেতু নির্মাণ করা হচ্ছিল। সরকার সেতু নির্মাণের কাজ বন্ধ করলে ১৫ অক্টোবর সোমবার ওই ১১জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৪ নভেম্বর ২০০৭

উড়িষ্যা সরকার এবং বিজেপি ঘোষণা করে, প্রস্তাবিত পস্কো স্টিল প্ল্যান্ট নির্মাণের কাজ ১ এপ্রিল ২০০৮ উড়িষ্যা প্রতিষ্ঠা দিবসে শুরু হবে।

২২ নভেম্বর ২০০৭

কিছু লোক নুলিয়াশাহীতে 'ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন'-এর জমি জরিপের কাজের জন্য বালিটুথে উপস্থিত হল।

২৯ নভেম্বর ২০০৭

বালিটুথে সন্ধ্যা ৫টার সময় আন্দোলনকারীদের তাঁবুর ওপর সশস্ত্র গুণ্ডারা ৬টি বোমা ছোঁড়ে। তার আগে প্রায় এক হাজার পস্কো-সমর্থকদের এক মিছিল এই বিশাল গুণ্ডাবাহিনীকে বাইরে থেকে ঘটনাস্থলে ঢুকে পড়তে সাহায্য করে। উপস্থিত কয়েকশ আন্দোলনকারীদের মধ্যে এই হামলায় মহিলা সহ মোট ৪০জন গুরুতর আহত হয়। বাকিরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনার এক ঘন্টার মধ্যে নুয়াগাঁওয়ে পুলিশ ঢোকে। বালিটুথে দু'মাস ধরে তৈরি করা ব্যারিকেড ভেঙে দেওয়া হয়। আন্দোলনকারীদের পুড়ে যাওয়া তাঁবুর জায়গাতেই পুলিশ ছাউনি বসে। বালিটুথ এবং ত্রিলোচনপুরে পুলিশ ব্যারিকেড তৈরি করে। ত্রিলোচনপুর স্কুলে পুলিশের শিবির তৈরি হয়। ৩ প্লেটুন মহিলা পুলিশ সহ মোট ১৬ প্লেটুন পুলিশ এই এলাকায় মোতায়েন হয়।

৩০ নভেম্বর ২০০৭

সিপিআই, সিপিআইএম, সিপিআইএমএল (লিবারেশন) সহ ২৫টি সংগঠনের নেতারা ধিনকিয়াতে যান এবং ভুবনেশ্বরে রাজ্য বিধানসভার সামনে পস্কো প্রজেক্ট পুরোপুরি বাতিল করার দাবিতে দেড় হাজার মানুষ ধরনায় বসে।

১ ডিসেম্বর ২০০৭

ওই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল ধিনকিয়ায় গিয়ে আন্দোলনরত কর্মী ও নেতাদের সঙ্গে সারা দিন আলোচনা করেন।

৩-৪ ডিসেম্বর ২০০৭

জেলা কালেক্টর প্রমোদ কুমার মেহেরদা ৩ ও ৪ ডিসেম্বর এই এলাকায় ঢুকে পুলিশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা করেন। ৪ তারিখ তিনি বলেন, এখানকার জনসাধারণ না চাওয়া পর্যন্ত পস্কো প্রজেক্ট করা হবে না। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার হলে আরও সশস্ত্র পুলিশ পাঠানো হবে। ৪ তারিখ ধিনকিয়া পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর গ্রামে ৩ প্লেটুন পুলিশ মোতায়েন হয় এবং পুলিশ আরও ৫ প্লেটুন পাঠানোর কথা বলে। ওইদিনই রাতে বালিটুথ ঘিরে দু'কিমির মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি হয়। ৪ তারিখ সিপিআইয়ের নেতৃত্বে

১০০০ মানুষ কুজঙ্গ তহসিল ঘেরাও করে অবিলম্বে এই এলাকা থেকে পুলিশ তুলে নেওয়ার দাবি জানায়। ওইদিন 'রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন'-এর জাতীয় আহ্বায়ক বিশ্বজিত রায়, সাহিত্যিক রবি সাহু এবং ৪ জন মহিলা-কর্মী বালিটুথে গিয়ে অনির্দিষ্টকালীন উপবাসে বসেন।

৫ ডিসেম্বর ২০০৭

বালিটুথে শান্তির আবেদন নিয়ে পৌঁছান সুপরিচিত কবি শৈলজা রবি এবং তাঁর সঙ্গীরা। ফের হামলা করে জবরদস্তি তাঁদের সেখান থেকে উৎখাত করা হয়। সমস্ত ঘটনাই ঘটে ওখানে কর্তব্যরত পুলিশের সামনে। সেদিনই বিশ্বজিত রায় সরে এসে জগৎসিংহপুর কালেক্টরেটের সামনে লাগাতার উপবাসে বসেন।

৬ ডিসেম্বর ২০০৭

সাংবাদিক, আইনজীবী ও সমাজকর্মীদের ১০ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বালিটুথ হয়ে তিন পঞ্চায়েত এলাকা পরিদর্শনে যান এবং ফিরে এসে রাজ্যপালকে জানান, ওই অঞ্চলে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে।

১১ ডিসেম্বর ২০০৭

'ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব পিপল্স মুভমেন্টস'-এর নেত্রী মেধা পাটকার তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ওই এলাকা পরিদর্শনে যান। গ্রামবাসীদের আগে থেকেই ফরমান দেওয়া হয়েছিল, ওঁদের সঙ্গে যে কথা বলবে তাকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। প্রচুর গ্রামবাসীকে জরিমানা করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর ২০০৭

বহুজাতিক কোম্পানি, দল ও রাষ্ট্রের যৌথ সন্ত্রাসের পাশাপাশি প্রত্যেক পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে এলাকায় প্রচার করা হয়। গোবিন্দপুরে এদিনের পঞ্চায়েত কমিটির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়, যা কিছু প্রচার করা হচ্ছে লিখিত দিতে হবে পস্কোকে।

তথ্যসূত্র :

1. **Striking while the iron is hot, Manshi Asher, National Centre for Advocacy Studies, June 2007.**
2. **Chronicle of a struggle and other writings, Achyut Das & Vidya Das, Agragamee Publication, 2006.**
3. **Iron in the Seoul, Manoranjan Mohanty, The Statesman, 18 & 19 December 2007.**
4. **Memorandum of Understanding between the Government of Orissa and M/s POSCO for the establishment of an integrated steel plant at Paradeep, 22 June 2005.**

পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি–র নেতা অভয় সাহু [সংক্ষেপে অ.সা.]–র সঙ্গে মন্থন পত্রিকার সাক্ষাৎকার†।

মন্থন : এখানকার আন্দোলন সম্পর্কে বলুন।

অ.সা. : ২০০৫–এর ২২ জুন ওড়িশা সরকার এবং পস্কো কোম্পানির মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি মোতাবেক ওড়িশার জগৎসিংহপুরের এরাসামা ব্লকের ধিনকিয়া, গড়কুজঙ্গ এবং নুয়াগাঁও গ্রাম–পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৪০০৪ একর জমি সরকার পস্কো কোম্পানির কাছে লিজ দিতে রাজি হয়। আমরা তখন থেকেই এই প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করি। ৪০০৪ একর জমির পুরোটাই লাভজনক কৃষিকাজের এলাকা। পানের বরজ, কাজু বাদাম, মৎস্যচাষ, নারকেল, সজিনা (একধরনের ডাঁটা, যা সম্বর ডালে দেওয়া হয়) প্রভৃতি। এই ৪০০৪ একর জমির মধ্যে প্রায় ৩০০০ একর জমি বনাঞ্চল, ৫৬৬ একর সরকারি জমি এবং ৪৩৭ একর ব্যক্তিমালিকানাধীন ধান–জমি। এই তিন পঞ্চায়েতে ১১টি গ্রাম আছে, ৭টি রাজস্ব–গ্রাম সহ। ২২০০০ মানুষের বাস, ৪০০০ পরিবার। এই অঞ্চলটা বঙ্গোপসাগরের কিনারে। এই গ্রামগুলি ওড়িশার প্রায় শেষের দিকের গ্রাম। এই জমি বালু জমি। কিন্তু এই বালু জমির তলায় আছে মিষ্টি জল। এছাড়া মিষ্টি জলাশয়ও আছে। তাই এখানে পানের চাষ হয় এবং তা এক বিশেষ দুষ্প্রাপ্য জাতের পান। অনেক ধরনের পান আছে, যা বছরের কোন একটা সময়ে হয়, কিন্তু এখানে সারা বছর পানের চাষ হতে পারে। এই পানের চাষ এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দিয়েছে। চাষি এবং তার পরিবারের লোক তো আছেই। তা ছাড়াও তারা কম করে ১০–১২ জন শ্রমিককে কাজে লাগায় এখানে প্রতিদিন। এই পানচাষ থেকে এক একটি পানচাষি পরিবার মাসে দশ হাজার টাকার মতো রোজগার করতে পারে। এই পানচাষে প্রায় প্রত্যেকেই যুক্ত। ৪০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩০০০ পরিবারের নিজস্ব পানের বরজ আছে। বাকি পরিবারগুলোও এই পানচাষের ওপর নির্ভর করে। তারা এই রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ রোজ পায়। এটি এমন ধরনের চাষ বা পেশা যাতে ১০ থেকে ১০০ সব বয়সের লোক কাজ পেতে পারে। সবচেয়ে বয়স্ক লোকটিও এই কাজ করতে পারে বসে বসে, কারণ এই কাজে তাড়াহুড়ো বা গায়ের জোরের চেয়েও বেশি প্রয়োজন হয় মনোসংযোগ। তাছাড়া এই চাষের সাথে আরও কিছু সংশ্লিষ্ট ব্যবসা যুক্ত। যেমন বাঁশের ব্যবসা, বাঁশের কারিগরি প্রভৃতি। এবং এই পান চাষের মধ্যে দিয়ে এক্সপোর্টের একটা পেশাও গড়ে উঠেছে। বিদেশেও যায় এই পান। যেমন, সৌদি, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান। গ্রামের কিছু লোকও এই রপ্তানি ব্যবসার সাথে যুক্ত। তাই চাষি এবং ব্যবসায়ী, যারা এই গ্রামে থাকে, তারা সবাই সচ্ছল। এই গ্রামগুলির লোকেরা সরকারি বা কোম্পানির কাজের অপেক্ষায় বসে নেই। এরা সবাই স্বনির্ভর। বরং এই গ্রামগুলির কিছু অতিরিক্ত শ্রমের প্রয়োজন হয়। তাই আশেপাশের গ্রামগুলি থেকেও লোকেরা এখানে কাজ করতে বা ব্যবসা করতে আসে। তাছাড়া এই সময়ে পানপাতার দামও বেড়ে গেছে। এখন

† **স্বাক্ষাৎকারটি ইংরেজিতে নেওয়া হয়েছে। বঙ্গানুবাদ আমাদের। — সম্পাদক**

১০০০ পান পাতার দাম ৫০০ টাকা যা আগে কখনও ছিল না। তাই পস্কো কোম্পানি যখন চাকরির সুযোগের কথা বলছে বা কিছু অনুদান দেবে বলে বলছে বা ওড়িশা সরকার যখন কিছু ক্ষতিপূরণের বা কর্মসংস্থানের কথা বলছে, তখন তা গ্রামবাসীদের তেমন আকর্ষণ করতে পারছে না। কারণ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যাই হোক না কেন, তা এই মানুষেরা আগামী প্রজন্মগুলির জন্য জমিয়ে রাখতে পারবে না। এখানকার আরেকটা বিশেষ ব্যাপার হল, প্রাইভেট যে ধানজমি আছে, তাতে শুধু ধানই হয়, আর কিছু হয় না। পানের বরজগুলো আছে সব সরকারি জমিতে এবং বনাঞ্চলে। এই জমি হয়ত নামে সরকারি, কিন্তু এগুলি স্থানীয় লোকের অধিকারে রয়েছে। কোম্পানি একাধিকবার পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে তারা সরকারি জমির জন্য কোনরকম ক্ষতিপূরণ দেবে না। তাই এখানে সরকার সরকারি জমি বলে যেটাকে পস্কোকে লিজে দিয়ে দিতে চাইছে, তা আসলে মানুষের অধিকারের জমি। মানুষ সেখানে পানচাষ, কাজু বাদাম চাষ, এবং মৎস্যচাষের মধ্যে দিয়ে জীবিকা অর্জন করে। আমাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা তাই বলে। দ্বিতীয় কথা হল, এখানে ৭ কিমি সমুদ্র সৈকত দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সমুদ্রসৈকতে কেবল এই তিন পঞ্চায়েতের লোক নয়, আশেপাশের আরও অনেক পঞ্চায়েতের মানুষও — এরাসামা এবং কুজঙ্গ এই দুই ব্লকের — এই সমুদ্র সৈকতে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা সেখানে মাছ ধরে। এভাবেও তারা তাদের একটা শক্তিশালী নিজস্ব অর্থনীতি বানিয়ে নিয়েছে। তারাও জীবিকাচ্যুত হবে। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হল, পস্কোকে জটাধার মোহনায় একটা প্রাইভেট পোর্ট করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই জটাধার মোহনা হল প্রাকৃতিক একটি মোহনা, যেখান দিয়ে সব অতিরিক্ত জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। একবার এই জটাধার মোহনা যদি আটকে যায়, তাহলে সব অতিরিক্ত জল ধানজমিতে আটকে যাবে এবং মাছ ধরা উঠে যাবে। তাই এই দুই ব্লকের ৫০০ গ্রামে চাষি এবং মৎসজীবী, কেউই আর থাকবে না, স্টিল প্ল্যান্টের বিনিময়ে। আর সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের একটা রায়ে বলা হয়েছে যে কৃষি জমি, উর্বর জমি কোম্পানিকে বা সেজ–এর জন্য দেওয়া যাবে না। আর এটা তো বহুফসলী জমি। আমরা একটা সংগঠন তৈরি করেছি, পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি, তিনটে পঞ্চায়েত মিলিয়ে এবং লড়াই করছি। আমরা বলছি যে আমরা শিল্পায়নের বিরোধী নই। শিল্পায়ন দরকার। জাতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির (গ্রোথ) জন্য, বৃদ্ধির হারকে বাড়ানোর জন্য। কিন্তু কৃষি অর্থনীতির এবং এত মানুষের জীবন–জীবিকার বিনিময়ে যে শিল্পায়ন, আমরা তাকে কৃষক বিরোধী এবং জনবিরোধী বলে চিহ্নিত করছি। এবং আমরা তার বিরুদ্ধে। আমরা চাই সরকার এটা বিবেচনা করুক এবং এইখানে শিল্পায়ন প্রত্যাহার করুক। কারণ গত দুই–আড়াই বছর ধরে সরকার এখানে এগোতে পারে নি একপাও। সম্প্রতি সরকার শাসক পার্টির দলবল নিয়ে একটা পস্কো–সমর্থক ক্যাম্প তৈরি করতে চেষ্টা করছে। সরকার আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে কিছু যুবককে চাকরি, মদ এবং টাকার লোভ দেখিয়ে ডেকে এনেছে এখানে এবং তাদের সাথে এলাকার মুষ্টিমেয় পস্কো–সমর্থকদের মিলিয়েছে। কলিঙ্গনগরের ঘটনার পর জনমতের চাপে সরকার এখানে সশস্ত্র রাষ্ট্রীয় বাহিনী নামাতে পারেনি। তাই তারা ষড়যন্ত্র করে এখানে একটা পস্কো–সমর্থক ক্যাম্প বানিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে দিতে চায়। আপনারা

জানেন আমরা একবছর ধরে প্রতিটি গ্রামের প্রবেশ পথে একটা চেকিং-এর ব্যবস্থা করেছিলাম, যাতে পস্কো এবং সরকারি কর্তাব্যক্তিরা ঢুকতে না পারে। কিন্তু সরকারও বেপরোয়া হয়ে উঠছিল। ২০০৮-এর ১ এপ্রিল পস্কো কোম্পানির শিলান্যাসের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। এবছর নভেম্বর মাস জুড়েই পস্কো-সমর্থকরা পস্কো-বিরোধীদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। তাতেও হয় নি। সরকারি মদতে এরপর পস্কো-বিরোধীদের ওপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এবং এই সুযোগে পুলিশ গ্রামের ভিতরে ঢুকে পড়ে। ধিনকিয়া বাদে প্রতিটি গ্রামের দখল তারা নিয়ে নেয়। প্রতিটি গ্রামেই পস্কো-বিরোধীরা আটক হয়ে আছে। পুলিশ এবং সমাজবিরোধীরা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পস্কো-বিরোধীদের ভয় দেখাচ্ছে, জরিমানা করছে। এটি রাষ্ট্রীয় মদতে হিংসা। পস্কো এবং সরকারের মিলিত হিংসা। স্থানীয় সাংসদ দামোদর রাউত, যিনি জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন এবং প্রায় দুই বছর যাবৎ চুপ করে গিয়েছিলেন, মন্ত্রীত্ব হারিয়েছিলেন, তিনিই তাঁর নিজের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য এই পস্কো-সমর্থক বাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অর্থ ক্ষমতা, পেশী শক্তি এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা একসাথে মিশেছে।

মন্থন : পস্কো-সমর্থকদের শ্রেণীগত বিন্যাস কেমন?

অ.সা. : এরা খুব ধনী। এদের বেশিরভাগেরই কোন পানের বরজ নেই। এরা কন্ট্রাক্টরি করে, ডিলার, প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান। এরা সবাই শাসক দলের সমর্থক। এতদিন তারা চাপা পড়ে ছিল। ২৯ নভেম্বরের আগে পর্যন্ত এই আন্দোলন ছিল এক জনআন্দোলন। ২৯ তারিখের পর থেকে এই আন্দোলন একটা মুখোমুখি সংঘাতের জায়গায় চলে এসেছে। সরকার ধিনকিয়াতে ঢুকতে চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে, ধিনকিয়াই এই আন্দোলনের সত্যিকারের কেন্দ্র। পস্কো-বিরোধী আন্দোলনকে ভেঙে ফেলার জন্যই সরকার এই ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু মানুষ কোম্পানির পক্ষে নেই। এখানকার ৯০ শতাংশ মানুষ কোম্পানিকে জমি দিতে প্রস্তুত নয়। তাই কোম্পানি যদি জমি নেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে প্রতিরোধ হবে। সরকার যদি জোর করে জমি নেওয়ার চেষ্টা করে, গণতান্ত্রিকভাবে জনপ্রতিরোধ হবে। পুরুষেরা তো বটেই, মহিলারা যারা এই আন্দোলনের সামনের সারিতে আছে, তারাও থাকবে। আমি একটা ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি, কোম্পানি রাতারাতি কিছু করতে পারবে না, জমি অধিগ্রহণে সময় লাগবে। এখনও তারা জমি অধিগ্রহণ শুরু করতে পারে নি। প্রতিরোধ হচ্ছে। পস্কো-বিরোধীদের হয়তো অত্যাচার ও দমনের মাধ্যমে সাময়িক মুখ বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব। এটুকুই।

মন্থন : আমরা শুনেছিলাম, কয়েকটি পরিবার গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, এবং তারা ভূতমুন্ডিতে চলে গেছে। ব্যাপারটা কী?

অ.সা. : ধিনকিয়া গ্রামেরই লাগোয়া পাটনা নামক একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে ১৭টা পরিবার চলে যায় কোম্পানির আকর্ষণে। কেউ তাদের গ্রাম ছাড়তে বলেনি। কোম্পানিই এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে এটা প্রচারের জন্য যে মানুষ পুনর্বাসনের প্যাকেজে খুশি হয়ে নিজেরাই গ্রাম ছেড়ে পুনর্বাসনের জায়গায় চলে আসছে। তারাই আবার পস্কো-বিরোধীদের নামে অভিযোগ করে বলছে যে এরা ওদের গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করেছে। এবং এটা পস্কো-বিরোধী বা যে কোন

প্রতিষ্ঠান বিরোধী আন্দোলনে নতুন কোন ব্যাপার নয়। এখনও অবধি পস্কো-সমর্থকদের নামে কোন মামলা নথিভুক্ত হয়নি। অন্যদিকে পস্কো-বিরোধীদের নামে ৮২টা মিথ্যা কেস দেওয়া হয়েছে। এটা পস্কো এবং সরকারের একটা মিলিত গেম প্ল্যান। এসবই করা হয়েছে প্রচারের জন্য। লোক দেখানোর জন্য। আপনি জানেন যে সারা দেশের এখন যা পরিস্থিতি তাতে সরকারের পক্ষে দমন-পীড়ন চালিয়ে, বন্দুক-বুলেটে দিয়ে কিছু করতে যাওয়া মুশকিল। তাই তারা চিরাচরিত প্রথায় গ্রামের মধ্যে বিভাজন তৈরি করতে চাইছে, হিংসার পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে, একটা সমর্থনের বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছে — যাতে তাদের আসল উদ্দেশ্য সফল হয়।

মন্থন : সিপিআই-এর জেলা সম্পাদক শশীভূষণ সোয়াইন বলছিলেন, আগামী পর্যায়ের লড়াইয়ের জন্য একটা ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার একটা প্রস্তাব আছে।

অ.সা. : দেখুন, আজ এটা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রগতিশীল আন্দোলন যেখানেই মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, সেখানে রাজনৈতিক দলগুলি প্রথমে আসছে না, আসছে পরে, যখন একটা মারপিট হচ্ছে, হিংসা হচ্ছে, সেটা খবর হচ্ছে, তখন সবাই সেখানে আসছে। নভেম্বরের মারপিটের পরে এটা সারা দুনিয়াতে খবর হয়। তখন বিভিন্ন আন্দোলনের মানুষেরা, বুদ্ধিজীবী সমাজ, বাম-গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হচ্ছে।

মন্থন : খবরে এসেছিল যে কিছু মানুষকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।

অ.সা. : কাউকে কিডন্যাপ করা হয়নি। যখন পস্কো, সরকার এবং পুলিশের কিছু আধিকারিক জোর করে ভেতরে ঢোকার সাহস করেছিল, তখন তাদের আটক করা হয়। মানুষ এটার ভুল ব্যাখ্যা করছে। কিডন্যাপিং, হোস্টেজ এবং ডিটেনশন তিনটে আলাদা জিনিস। ওদের ৫-৭ ঘন্টার জন্য আটক করা হয়েছিল, তাদের খুব পরিচিত জায়গায় রাখা হয়েছিল, প্রেস এবং মানুষ তাদের সাথে দেখা করেছিল, তাদের মতামত নিয়েছিল। এবং তারপর ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মন্থন : পুলিশ তো আপনাদের গ্রাম ঘিরে রেখেছে বাইরে থেকে।

অ.সা. : হ্যাঁ। ২৯ তারিখের পর থেকেই গ্রামের সীমানার আধ কিমি দূরে পুলিশ ঘিরে রেখেছে। গ্রামের মানুষকে বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। গাড়ি ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। আপনারাও হয়তো এর কিছু নমুনা দেখেছেন। আপনারা তো প্রেস। এবার ভাবুন, সাধারণ পস্কো-বিরোধী মানুষের অবস্থাটা। প্রায় ৫০০ মানুষের নামে এখানে ওয়ারেন্ট দিয়েছে। তাই তারা বাইরে বেরোতেই ভয় পাচ্ছে। গ্রামে রেশনিং-এর সমস্যা হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব ঘটছে। কিছু রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অবশ্য এই গ্রামের জন্য কিছু ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে যাই হোক, আমাদের শেষ অবধি এই আন্দোলন চালাতে হবে।

মন্থন : গোবিন্দপুর গ্রামে কিছু মানুষ আমাদের বলল ধিনকিয়াতে সন্ত্রাসবাদী, মাওবাদী আছে। ওদের হাতে অস্ত্র আছে। তখন আমরা জিজ্ঞেস করলাম, অস্ত্র যদি থাকে তো কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে? তখন তারা বলল, না কেউ গ্রেপ্তার হয়নি, আমরা গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে।

অ.সা. : প্রথমত, আমি সিপিআই-এর স্টেট সেক্রেটারিয়েট মেম্বার। সুতরাং মাওবাদ বা নকশালবাদে আমি বিশ্বাস করি না। আমরা দীর্ঘ আড়াই বছরে কখনও বোমা, বন্দুক বা অন্য কোন প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করিনি। পস্কো সমর্থকেরা ৬ বার বোমা ব্যবহার করেছে। প্রেসে একটা প্রচার চলছে যে জঙ্গল থেকে এখানে মাওবাদীরা আসছে। কিন্তু যদি মাওবাদী বানাতেই তারা চায়, তবে তো তারা তা এখানেই বানাতে পারে।

মন্থন : এখানে আর একটি গ্রুপ, নব নির্মাণ সমিতি তো একদম প্রথম থেকে কাজ করছে। আপনারা কেন তাদের সাথে যৌথ আন্দোলন করছেন না?

অ.সা. : দেখুন বাইরে আন্দোলন করলে তো শুধু হবে না। এখানে আসতে হবে, থাকতে হবে। নব নির্মাণ সমিতির লোকেরা প্রথমে এখানে কাজ করছিল। কিন্তু গত এক বছর তাদের এলাকায় দেখা যাচ্ছে না।

মন্থন : তারা বলছেন যে আপনারা হিংসার পক্ষে।

অ.সা. : আমরা হিংসার পক্ষে নই। কিন্তু আত্মরক্ষার্থে যদি লাঠি, তীর ধনুক না ধরা হয় তাহলে মানুষ আস্থা হারাবে।

মন্থন : আপনাদের কি অন্য দুটি গ্রামে এখনও যোগাযোগ আছে?

অ.সা. : হ্যাঁ আছে, তারা আসছে। বাইরের গুণ্ডা বা অন্যান্য যারা জরিমানা করছে তারাও ততটা সমস্যা নয়, মূল সমস্যা পুলিশ।

মন্থন : আমরা এখানে আসার আগে কাগজে পড়েছিলাম যে পস্কো কোম্পানির জমি জরিপের কাজ যা চার-পাঁচ দিন আগে শুরু হবার কথা ছিল, সেটা পঞ্চায়েত লিডাররা করতে দিচ্ছে না। নুয়াগাঁওতে দেখলাম, কয়েকজন বসে তাস খেলছিলেন, তাঁরা বললেন যে পস্কোর কোন আধিকারিককে তাঁরা ঢুকতে দেবেন না, যতক্ষণ না গ্রামবাসীদের জন্য কোন গ্রহণযোগ্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা পস্কো না করছে।

অ.সা. : পঞ্চায়েতে এখন যারা আছে তারা কেউই পস্কো-সমর্থক নয়। তারা পস্কো-বিরোধী। এখন তারা পস্কোকে অর্ধেক বিরোধিতা করছে, একটা শর্তসাপেক্ষ সমর্থন দিতে চাইছে। কিন্তু প্রশ্নটা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিয়ে নয়, সেটা লাখ না কোটি টাকা সেটা কোন বড়ো ব্যাপার নয়, মূল ব্যাপারটা হল বিকল্প জীবনধারণের ব্যবস্থা। এবং সেটা কয়েকদিনের জন্য নয়, সমস্ত আগামী প্রজন্মের জন্য। আমরা জেনেছি, কোম্পানি এই জমি অধিগ্রহণ করছে ৩০ বছরের জন্য, এরকমটাই লেখা আছে সমঝোতাপত্রে। আপনি যদি এক কোটি টাকাও ক্ষতিপূরণ পান, তা কি আপনি ৩০০ বছরের জন্য জমিয়ে রাখতে পারবেন। এখন এই কোম্পানি ৩০-৩৫ বছরের মধ্যে এখান থেকে পাততাড়ি গুটোবে। তারপর কী হবে? তার ওপর, এখানকার জমি উর্বর, এখানে পানের চাষ হয়, ধান হয়, কাজু বাদামের চাষ হয় ... মোটামুটি গোটা জীবনধারণের বন্দোবস্ত। এবং পরিবেশের ওপর কোম্পানির খারাপ প্রভাবের ব্যাপারটা আছে। তাই বিষয়টি অনেক বড়ো।

যুব ভারত-এর নেতা অক্ষয় কুমারের সাক্ষাৎকার‡

২০০৫ সালের ২২ জুন সমঝোতাপত্র (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষর হয়। দু'তিন মাস আগে থেকেই আমরা জেনেছিলাম, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে পস্কো কোম্পানি এখানে আসছে। আমরা 'রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন', 'নব নির্মাণ সমিতি' আর 'যুব ভারত'-এর কর্মীরা মিলে প্রচার শুরু করেছিলাম। গোড়ার দিকে আমরা মানুষের সঙ্গে কথা বলা, কী হতে চলেছে একটা নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরার কাজ হাতে নিই। তার আগে লোকে ভাবছিল, পস্কো এলে উন্নয়ন হবে, লোকের ভালো হবে। বিভিন্ন দলের লোকেরা সেরকমই বলছিল। আমরা যখন নাটকের মধ্য দিয়ে পুরো সত্যটা তুলে ধরলাম, তখন ধীরে ধীরে গ্রামবাসীদের মধ্যে চেতনা গড়ে উঠল।

আগস্ট মাসের শেষদিকে আমরা ঠিক করলাম, সমস্ত যুবকদের একত্রিত করে ভুবনেশ্বরে 'ফরচুন টাওয়ার্স'-এ পস্কো'র দপ্তর পর্যন্ত একটা পদযাত্রা করব। ১৯ অক্টোবর পদযাত্রা শুরু হয়েছিল, ১১দিন পর ২৯ অক্টোবর যখন ভুবনেশ্বরে পৌঁছাল, তাতে সমস্ত বামপন্থী শক্তি শামিল হল। এই প্রথম উড়িষ্যা রাজ্য জুড়ে এক চেতনা জাগ্রত হল, পস্কো এখানে এলে এখানকার এবং দেশেরও প্রচুর ক্ষতি হবে। ওইসময় রাজনৈতিক দলগুলো মিলে ঠিক করল, তারা পস্কো'র বিরোধিতা করবে। আলাদাভাবে তারা একটা 'পঞ্চায়েত কমিটি' গঠন করল। বিজেপি, বিজেডি, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট সবাইকে নিয়ে এই কমিটি হল। এই অঞ্চলে অতীতে লোকনাথ চৌধুরি নামে এক পুরনো কমিউনিস্ট (CPI) নেতার সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল। 'পঞ্চায়েত কমিটি' যখন প্রায় ভাঙার মতো অবস্থায় এল, এরাসামা ব্লকের এক সিপিআই নেতা অভয় সাহু এই আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করলেন। তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে উঠল 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম কমিটি'। আর বিজেপি, বিজেডি ও কংগ্রেস মিলে তৈরি করল 'পস্কো ক্ষতিগ্রস্ত একতা মঞ্চ'। আমাদের পক্ষ থেকে মানুষের মধ্যে পস্কো-বিরোধী চেতনা সৃষ্টি করার কাজ চলতে থাকল।

এইসময় ২৫ নভেম্বর ২০০৫ কুজঙ্গ-এর তহসিলদার পস্কোর জমি অধিগ্রহণের প্রথম নোটিশ লাগায় নুয়াগাঁওয়ের 'রেভিনিউ ইন্সপেক্টরের অফিস (RIO)-এ। এই নোটিশ মারফত গ্রামবাসীদের জানানো হল, 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' (IDCO) বড়ো কোম্পানির জন্য অনাবাদী, গোচর, শ্মশান ইত্যাদির জমি অধিগ্রহণ করবে। যদি কারও কোন অভিযোগ থাকে তো জানাও। পুরো এলাকায় এর জন্য ফর্ম পাঠানো হল।

আমাদের পদযাত্রার পর এই অঞ্চলে সমস্ত রাজনৈতিক দল কিছু মিছিল করেছিল। ওদের বক্তব্য ছিল এই যে, পস্কো এখানে জমি নিতে চাইছে। কিন্তু এই তিন পঞ্চায়েত এলাকার জমি খুব উর্বর। এখানে পান, ধান আর মাছের ভালো উৎপাদন হয়। এই জায়গাটা ছেড়ে পস্কো অন্যত্র শিল্প করুক। আমাদের কথা ছিল আলাদা। আমরা বলেছিলাম, এ এক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই। সাম্রাজ্যবাদেরই প্রতীক হল পস্কো। ওরা স্রেফ এখান থেকে সরে

‡ **স্বাক্ষাৎকারটি হিন্দিতে নেওয়া হয়েছে। বঙ্গানুবাদ আমাদের। — সম্পাদক**

যাওয়ার কথাটুকুই বলছিল। 'পস্কো ক্ষতিগ্রস্ত একতা মঞ্চ' তার সঙ্গে এটাও বলছিল যে, যদি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় তবে এখানেও জমি দেওয়া যেতে পারে।

আমরা দেখলাম নোটিশ আসার পর মিটিং শুরু হয়ে গেছে নেতাদের সঙ্গে। এদিকে RI অফিসে পস্কোর জন্য তিনজন কর্মচারীর জায়গায় আটজন কর্মচারী কাজ করছে। তাহলে RI অফিসকেই টার্গেট করা দরকার। পস্কো-বিরোধী চেতনা বাড়ার ফলে পস্কোর পক্ষে এখানে অফিস বানিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। সমঝোতাপত্র (MOU) দেখলে বোঝা যায়, সরকার এজেন্ট হিসেবে এখানে কাজ করবে। সেভাবেই ওতে স্বাক্ষর করা হয়েছে। তাই ২৭ ডিসেম্বর ২০০৫ থেকে RI অফিসের সামনে আমরা এক ধরনা শুরু করলাম। আমরা দাবি করলাম RI অফিসে পস্কোর জন্য জমি জরিপ থেকে শুরু করে জমি অধিগ্রহণের সমস্ত কাজ বন্ধ করা হোক। চার-পাঁচদিনের মধ্যেই সরকার ধরনা তুলে নিতে বলল।

২ জানুয়ারি ২০০৬ ঘটল কলিঙ্গনগর হত্যাকাণ্ড। সরকার এখানে আমাদের ওপর হাত তুলল না। কারণ তারা বুঝতে পারল, যদি এখানে কোনরকম সংঘর্ষ হয়, তাহলে রাজ্যস্তরে আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠবে। কিন্তু বিজেপি-বিজেডি জোটের 'ক্ষতিগ্রস্ত একতা মঞ্চ' ১৫-২০ দিনের মধ্যে দু'বার আমাদের পেটাই করল। যদিও তেমন বড়োসড়ো আঘাত তখনও আসেনি।

২৪ জানুয়ারি ২০০৬ লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ রবি রায় ওখানে এলেন। সেদিন বৃষ্টি হয়েছিল। তাসত্ত্বেও আন্দোলনের সমর্থনে তাঁর জনসভায় খুবই ভালো জনসমাবেশ হল। এর আগে 'ক্ষতিগ্রস্ত একতা মঞ্চ' ওই নুয়াগাঁওতে একটা সভা করেছিল। তারা পস্কো-বিরোধী নানান কিছু করার কথাও বলেছিল। সেখানে পঞ্চাশজন লোকও জড়ো হয়নি। এরাই একসময় তিনহাজার মানুষ নিয়ে ভুবনেশ্বর গিয়েছিল। গ্রামবাসীরা বুঝতে পারছিল, এরা যদি পস্কো-বিরোধীই হয়, তাহলে যারা ধরনায় বসেছে, তাদের মারধোর করছে কেন?

১২ ফেব্রুয়ারি মেধা পাটকর, রাকেশ রফিক এবং মনোরঞ্জন মোহান্তি ওখানে এলেন। আমরা ঘোষণা করলাম, যদি সরকার আলোচনায় না আসে তবে ১৫ তারিখ থেকে আমরা RIO-র সামনে উপবাস শুরু করব। ১৫ই উপবাস শুরু হওয়ার পর এই প্রথম ১৭ তারিখ কালেক্টর এবং এসপি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এলেন। আমরা দাবি করলাম, RI অফিসে পস্কোর কাজ বন্ধ করো। তার লিখিত প্রতিশ্রুতি দাও। ওরা রাজি হল না। আমরা পাঁচ-সাতজন উপবাস শুরু করেছিলাম, কিন্তু রোজ ৪০-৫০জন গ্রামবাসী ধরনায় এসে বসতে লাগল। যখন পুলিশ এসে ধরনা উঠিয়ে নিতে বলল, সমস্ত গ্রামের লোকে এগিয়ে এসে তাদের ঘিরে ধরল। তারা বলল, আমরাই এদের এখানে বসিয়েছি।

কালেক্টর এসে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, আমরা আপনাদের যুক্তি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের উর্ধতন স্তরে কথা বলতে হবে। দু'দিন পরে আমরা জবাব দেব।' দু'দিন পরেও জবাব পাওয়া গেল না। আমরা ঠিক করলাম উপবাসের সপ্তম দিনে ২২ ফেব্রুয়ারি এই দাবির ওপর আমরা RI অফিসে তালা লাগিয়ে দেব। ২১ তারিখ দামোদর রাউত — এই এলাকার বিধায়ক এবং পঞ্চায়েতীরাজ মন্ত্রী — রাজস্ব মন্ত্রী মনমোহন শ্যামলকে নিয়ে এলাকায় ঢুকতে গেলে বালিটুথে গ্রামের লোকে তাঁদের বাধা দিল, ওঁরা গ্রামে ঢুকতে পারলেন না। ওঁরা নাকি

'প্যাকেজ' ঘোষণা করতেই এখানে আসছিলেন। প্যাকেজ ঘোষণা করে আন্দোলনকে চৌপাট করবেন! ২২ তারিখ গ্রামের মহিলারা একত্রিত হয়ে নুয়াগাঁও RI অফিসে তালা লাগিয়ে দিল।

এই পরিস্থিতিতে মার্চ মাসে বিধায়ক দামোদর রাউত লুকিয়ে নুয়াগাঁওয়ে এলেন। এসে ওখানে সভা করলেন। লোকে সেই সভা পণ্ড করে দিতে চাইল। অভয় সাহুর গ্রুপ এবং আমরা মিলে গ্রামবাসীদের আটকে সামান্য তফাতে আলাদা সভা করলাম। আমাদের সভায় ৫০০০ লোক, বিধায়কের সভায় ১০০০ জন। এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ দামোদর রাউত ধিনকিয়ায় এলে অভয় সাহু তাদের মুখোমুখি হতে চাইলেন। জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ বিজেডি'র সবিতা মহাপাত্র একটা ছোটো মিছিল নিয়ে আমাদের সভার পিছন দিক থেকে গ্রামে ঢোকেন। অভয় সাহু ২৫-৩০ জন মহিলা নিয়ে আগে যান। সবিতা মহিলাদের ওপর আক্রমণ চালালে তাঁকেও পেটানো হয়। বিজেডি'র লোকেরা 'প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি'র ৫ নেতা এবং ২০০ লোকের বিরুদ্ধে মামলা করে।

এবার 'ক্ষতিগ্রস্ত একতা মঞ্চ' ভেঙে গেল। কংগ্রেস আলাদা 'ভিটামাটি সুরক্ষা মঞ্চ' বানিয়ে নিল। ২০০৭-এর মার্চে আমরা 'বিকল্প অ্যাসেম্বলি' সংগঠিত করেছিলাম। ফেব্রুয়ারিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন হল। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল, নির্বাচন থেকে বিরত থাকতে হবে, না হলে একতার সমীকরণটা ভেঙে যাবে। দলগতভাবে মানুষ ভাগ হয়ে যাবে। এই বক্তব্য নিয়ে আমরা একটা নাটকও করেছিলাম, 'কারা আমাদের গ্রাম ভাঙছে?'। কিন্তু 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি'র সম্পাদক সুশীল মহাপাত্র সর্বপ্রথম সিপিআইয়ের পক্ষ থেকে নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে দিলেন। তাতে সমস্ত দল নির্বাচনে নেমে গেল। আমরা এতে একমত হলাম না। কিন্তু খোলাখুলি বাধা দিতে পারলাম না। কারণ তাতে পস্কো-বিরোধী লড়াইয়ের জোট ভেঙে যেত। নির্বাচনে কী হল? দুটি পঞ্চায়েতে কংগ্রেস-প্রার্থী নকুল নায়েক এবং ভাস্কর সোয়াইন 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি'র সমর্থন নিয়ে দাঁড়ালেন। এই দুজনই পস্কো-বিরোধী প্রার্থী হিসেবে জিতে গেলেন। ধিনকিয়া পঞ্চায়েতে বুথ-দখল ইত্যাদি গণ্ডগোলের ফলে নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেল। ধিনকিয়াতে সরপঞ্চ হিসেবে প্রার্থী ছিলেন পূর্বতন কংগ্রেস বিধায়ক বিজয় নায়েকের ভাই গোবিন্দপুরের বাসিন্দা বসন্ত নায়েক। বসন্ত নায়েক মারা যাওয়াতে ওঁর স্ত্রীকে কংগ্রেস প্রার্থী মনোনীত করল। আর কমিউনিস্ট প্রার্থী হলেন অভয় সাহুর শ্বশুর ধিনকিয়ার বাসিন্দা সুশীল মহাপাত্র। ধিনকিয়া পঞ্চায়েতে পাটনা গ্রামে চন্দন মোহান্তি ছিলেন পস্কো-বিরোধী এক নেতা। কিন্তু নির্বাচনে তিনি কমিউনিস্টদের সমর্থন না করে কংগ্রেস প্রার্থী বসন্ত নায়েকের স্ত্রীকে সমর্থন করলেন। এর ফলে আন্দোলনের একতার যে সমীকরণ, সেটা ভেঙে পড়ল। কিন্তু নির্বাচনে যদি কমিউনিস্টরা প্রথমেই না যেত, তাহলে আজ পর্যন্ত এটা ভাঙত না।

আমরা যেটা মনে করি, আক্রমণাত্মক-হিংসাও রক্ষণাত্মক-হিংসার মতো বিপজ্জনক নয়। যারা পস্কো-সমর্থক তাদের একঘরে করে রাখা বা অসহযোগিতা করা এক কথা, কিন্তু তাদের ওপর জবরদস্তি কিছু করা, জোর করে মিটিংয়ে বসানো — এটা 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি' করেছে। এতে কিছুটা অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। পস্কো লবি এর ফায়দা তুলেছে। ওরা অভিযোগ করেছে, আমাদের মারধোর করা হয়েছে, আমাদের খেতের ধান কেটে নেওয়া

হয়েছে। যতটা বলেছে, ততটা হয়ত হয়নি। কিন্তু কিছুটা হয়েছে। আমরা খোলাখুলি না বললেও এর বিরোধিতা করেছি। এতে পস্কো-বিরোধী একতা দুর্বল হয়েছে।

আমরা নুয়াগাঁওতে ঘরে ঘরে প্রচার করতে শুরু করলাম। এতে প্রায় পঞ্চাশজন গ্রামবাসী যোগ দেয়। দিনের বেলা মহিলারা এবং রাতের বেলায় পুরুষেরা এই প্রচারে অংশগ্রহণ করে। আমরা বললাম, শুধু এই তিন পঞ্চায়েতেই যাবে না, এর আশপাশের আরও ১৩টা পঞ্চায়েত এলাকা পস্কো নেবে। এটা আমরা ওদের সাইটম্যাপে দেখেছি। পস্কো নিজেদের কর্মচারী ছাড়াও গুণ্ডাদের সংগঠিত করে। গ্রাম এবং বাইরের যুবকদের ৩০০০ থেকে ৫০০০ টাকা মাস-মাইনে দিয়ে নিয়োগ করে পস্কো সমর্থক বাহিনী গড়ে তোলে। মাঝখানে একদিন এসে পুলিশ এবং গুণ্ডারা RI অফিসের তালা খোলার চেষ্টা করে। ভারি বর্ষার মধ্যে গ্রামবাসীরা RI অফিস ঘিরে রাখে, ওরা পালিয়ে যায়। বারবার তালা খোলার ব্যাপারে মিটিং করতে থাকে। ২০ মে আমরা ওখানে জনসভা করি। ১৯ তারিখ আমাদের এক সাথী ওখানে পৌঁছালে তাঁকে ওরা টেনে নিয়ে মারধোর করে। গ্রামের লোক এত ক্ষুব্ধ হয় যে তারা একজোট হয়ে ওদের পেটাতে চায়, ঘর ভাঙতে চায়। আমরা তাদের আটকাই। আমরা বললাম, ভাঙা আর পেটানো আমাদের কাজ নয়। আপনারা যে সকলে এসে জড়ো হয়েছেন, গুণ্ডারা পালিয়ে গেছে, এটাই বড়ো কথা। যদি আমরা ওইদিন ওদের মারতাম, তাহলে ২৯ নভেম্বরের ঘটনাটা ওইদিনই ঘটে যেত। বামপন্থীরা আমাদের সমালোচনা করল। তারা বলল, তোমরা রক্ষণাত্মক-হিংসার উপায় কেন নেবে না? আমরা বললাম, আমরা যদি পেটাপেটির রাস্তায় যেতাম, তাহলে সরকার আর পস্কোর ষড়যন্ত্র সফল হয়ে যেত। পেটাপেটিতে তাৎক্ষনিক ফল কয়েকবার পাওয়া গেছে, কিন্তু তার দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া ভালো হয় না। বামপন্থী বন্ধুরা অবশ্য আমাদের কথায় একমত হল না। তারা নিজেদের রাস্তাতেই চলতে থাকল।

২০০৬ সালে ধিনকিয়া এবং কুজঙ্গে পস্কোর পক্ষ থেকে হামলা রোখার জন্য গেট করা হয়েছিল, আমাদের কর্মীরা সেখানে যেত, কিন্তু 'প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি'ই এগুলি নিয়ন্ত্রণ করত। নির্বাচনের পর কংগ্রেস লবি বালিটুথে গেট ভেঙে দিয়েছিল। আবার সেখানে গেট তৈরি করা হল। পস্কো-সমর্থক গুণ্ডারা গেট ভাঙবার মতলব আঁটছিল, কিন্তু তারা পেরে ওঠেনি। এরই পাশে ওরা পুনর্বাসনের জন্য একটা নির্মাণের কাজ শুরু করল। এই ছুতোয় পুলিশ এসে ঢুকে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় গেটে দিনভর পাহারা রাখা শুরু হল। এর মধ্যে ২২ নভেম্বর ২০০৭ কিছু লোক নুলিয়াশাহীতে 'ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন'-এর জমি জরিপের কাজের জন্য বালিটুথে উপস্থিত হল। লোকে ভাবল এরা পস্কোর হয়ে এসেছে। ওদের তারা ঘিরে রাখল। ওদের সঙ্গে এক 'বাবা' গিয়েছিলেন পুজো করতে, নাম রাজুবাবা। তিনি খুব খেপে গেলেন। বাবা তো প্রচার করে দিলেন, আমাকে অপহরণ করা হয়েছে। বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, এই নিয়ে পস্কো-সমর্থকেরা খুব হৈচৈ শুরু করে দিল। নুলিয়াশাহীর লোক এদের পিটে দেয়। এরা পালিয়ে যায়। নুলিয়াশাহী যাওয়ার পথে রাস্তার ওপর যে মহাবীর মঠ রয়েছে, সেখানে বাইরের গুণ্ডারা নুলিয়াশাহীর গ্রামবাসীদের আটকায়। এর জবাবে বালিটুথে পস্কো-বিরোধীরা আবার পস্কো-পন্থীদের আটকায়। এটা ঘটে ২২ তারিখ। ২৫ ও ২৬ তারিখ পস্কো-বিরোধীদের নুয়াগাঁওতে বাইরের গুণ্ডা আর পস্কো-সমর্থকেরা ভয়ঙ্কর মারধোর করে।

বালিটুথে পস্কোর লোকেদের আটকানোর বিষয়টাকে গ্রামের বিষয় করে তোলা হয়, আশপাশের গ্রামেও সেভাবেই প্রচার করা হয়। মিডিয়াও সেভাবেই সবটা তুলে ধরে। ২৯ নভেম্বর আশপাশ থেকে লোক জমায়েত করার ক্ষেত্রে বিজেডি আর পস্কো-সমর্থকদের সুবিধা হয়ে যায়।

আমরা দেখলাম যে এই পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করা দরকার। ২৯ তারিখ বালিটুথে যেখানে প্রতিরোধের তাঁবু জ্বালানো হয়েছিল, সেখানেই আমাদের সাথী বিশ্বজিত রায়, রবি সাহু ৫ ডিসেম্বর শান্তি প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য সত্যাগ্রহ করতে গেলেন। ওঁদের মেরে ওখান থেকে হটিয়ে দেওয়া হল। চারদিকে এর দারুণ প্রতিক্রিয়া হল। সকলেই দেখল কীভাবে সরকার ও পুলিশের অঙ্গুলিনির্দেশে এই কাণ্ড ঘটানো হল। একদিকে সরকারের পুলিশ আর অন্যদিকে পস্কোর পুলিশ মিলে এই সন্ত্রাস কায়েম করা হয়েছে। এই দুই শক্তি না সরলে শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হতে পারবে না। নন্দীগ্রামে যে ঘটনা সিপিএম সরকার ঘটিয়েছে, সেটাই এখানে ঘটাল বিজেডি সরকার।

নুয়াগাঁওতে যে পনেরজন দাঙ্গাহাঙ্গামা করেছে, এদের ভিত্তি হল গ্রামের বেশ পয়সাওয়ালা ও জমির মালিক ঘরগুলি। এদের হাতে ১০-২০ একর জমি আছে। যদি জমি চলে যায়, প্রচুর পয়সা হাতে আসবে। ওরা জানে পস্কো এলে দেশের ক্ষতি হবে। তা সত্ত্বেও গুণ্ডাদের নিয়ে ওরা এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারের প্রথম স্ট্র্যাটেজি হল ধিনকিয়াতে যারা গ্রাম দখল করে বসে আছে, তাদের মাওবাদী বলে ঘোষণা করা। কিন্তু তারা তো মাওবাদী নয়। আত্মরক্ষার জন্য ঘরের লাঠি বা তীর ধনুক তারা কখনও হাতে নিয়েছে। মাওবাদী হলে তারা তো বন্দুক ধরত। একবার ওই গ্রামের জমায়েতের তীর ধনুক নিয়ে ছবি তুলে নিয়ে বারবার টিভিতে দেখিয়েছে। মিডিয়া আর সরকার দেখছে, যদি একবার মাওবাদী প্রচার করে গ্রামে পুলিশ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এই আন্দোলনকে শেষ করে দেওয়া যাবে। কেননা নুয়াগাঁও এবং গড়কুজঙ্গে পুলিশ ঢুকে গেছে। ধিনকিয়া পঞ্চায়েতেও ঢুকেছে, কেবল ধিনকিয়া গ্রামে ঢুকতে পারেনি। এদের দ্বিতীয় স্ট্র্যাটেজি হল, যখন ধিনকিয়ার লোক চাইছে না, তখন ওই গ্রামটা আপাতত ছেড়ে রাখ। ততক্ষণ নুয়াগাঁও আর গড়কুজঙ্গে কাজ শুরু করে দাও, তারপর দু'বছর পর আপসেই ধিনকিয়ার প্রতিরোধ ভেঙে যাবে। হয় মাওবাদী ঘোষণা করে খতম কর, নয় ধীর প্রক্রিয়ায় কাজ অন্যদিক থেকে শুরু করে দাও। এইজন্য গতকাল ঘোষণা হয়েছে, জমি জরিপের কাজ শুরু হচ্ছে।

এছাড়া, তিন পঞ্চায়েতের সঙ্গে যদি আরও ১৩ পঞ্চায়েত চলে যায়, তাহলে অবিভক্ত কটকের তিন অংশ কটক, কেন্দ্রাপাড়া, জগৎসিংহপুর জেলা এর মধ্যে চলে যাবে। ফলে পস্কো প্রজেক্ট হলে এই অঞ্চলে জলসঙ্কট দেখা দেবে। সংগঠিত করতে পারলে এর ফলে এক বৃহৎ কৃষক আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা দেবে। শান্তি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক দল এবং বুদ্ধিজীবীদের এক প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। রক্ষণাত্মক-হিংসার পথে নয়, অহিংসার পথেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই লড়াই জয়যুক্ত হবে।

কিছু প্রশ্ন, কিছু মন্তব্য

আন্দোলনের বিভাজন

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং ভাড়াটে গুণ্ডাদের আতঙ্ক যদি আন্দোলনকে দুর্বল করে থাকে, তাহলে মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজনও আন্দোলনের কম ক্ষতি করেনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়কার দলগত বিভাজনের ফল আজও সেখানে ভুগতে হচ্ছে। বিগত ফেব্রুয়ারি ২০০৭-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধিনকিয়া পঞ্চায়েতের পস্কো-বিরোধীরা পরস্পর লড়াইয়ে নেমে গিয়েছিল। পরিণামে মারপিট এবং বুথ দখল পর্যন্ত ঘটনা পৌঁছাল। শেষ অবধি নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেল, কিন্তু বিভাজনের ক্ষত শুকালো না। ধিনকিয়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুটি গ্রাম, গোবিন্দপুর ও ধিনকিয়া, পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। অন্যদিকে নুয়াগাঁও ও গড়কুজঙ্গ পঞ্চায়েতে কংগ্রেস প্রার্থী ভাস্কর সোয়াইন ও নকুল নায়েক পস্কো-বিরোধী হাওয়ার ফায়দা নিয়ে বিজেডি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে পরাস্ত করলেন। কিন্তু নির্বাচনে জেতার পর গদির আরাম পেয়ে তাঁরা পস্কোর পক্ষে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাষ্ট্রযন্ত্র বিজয়ী কংগ্রেস প্রার্থীদের পস্কোর পক্ষে টেনে নিল, বিভক্ত গ্রামবাসীদের পরস্পরের বিরুদ্ধে আরও বেশি উস্কে দিল।

উল্লেখযোগ্য, নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন ও নব নির্মাণ সমিতি নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। তাদের যুক্তি ছিল, নির্বাচন গ্রামবাসীদের পস্কো-বিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরাবে। কিন্তু এই যুক্তি রাজনৈতিক দলগুলির পছন্দ হল না। 'কারা গ্রামের ঐক্যকে ভাঙতে চাইছে?' নামক নাটক অভিনয় করে এবং ছোটোখাটো সভা করে তারা নির্বাচন বিরোধী প্রচার কিছু কম করেনি। কিন্তু সর্বপ্রথম 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি'র সম্পাদক শিশির মহাপাত্র ধিনকিয়া পঞ্চায়েত থেকে প্রার্থীপদ দাখিল করে নির্বাচন-প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করলেন। এরপর অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও ময়দানে নেমে গেল। সমস্ত ঘটনাক্রম থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল, নির্বাচনী আকাঙ্খা গ্রামবাসীদের ঐক্যে ফাটল ধরালো, গদির মোহ নেতাদের আন্দোলনবিমুখ করে তুলল।

ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য

এতে সন্দেহ নেই যে পস্কো-বিরোধী আন্দোলনের লাগাম মূলত 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি'র হাতেই রয়েছে। এর নেতা অভয় সাহুর দলীয় ভিত্তি যেমন পুরনো তেমনই মজবুত। তা সত্ত্বেও অন্য একটি ধারা এখানে সক্রিয় রয়েছে, সর্বোদয়পন্থীদের ধারা, রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন ও নব নির্মাণ সমিতির নামে তা এখানে পরিচিত। ভূমিস্তরে সক্রিয় এই দুই ধারার মাঝে হিংসা-অহিংসার প্রশ্নে তত্ত্বগত তর্ক রয়েছে। শিল্পায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের প্রশ্নে এদের মধ্যে রাজনৈতিক তর্কও রয়েছে। এই দুই প্রশ্নে দীর্ঘকাল যাবৎ তর্ক সর্বত্র চলে আসছে এবং আপাতত সেই তর্ক চলবে। বাস্তবের নিরিখে আগামী দিনে তার মীমাংসা হতে পারে। যদিও 'প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি' সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী নয়, তবুও আত্মরক্ষার তাগিদে গ্রামবাসীদের তীর-ধনুক বা লাঠি ধরার বিষয়ে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় যুব

সংগঠন একেও হিংসার পথ মনে করে।

এইসব ভিন্নতা সত্ত্বেও এই দুই ধারার সম্মিলিত কর্মসূচীর দৃষ্টান্তও রয়েছে। দামোদর রাউত যখন এলাকায় এসে পস্কো-সমর্থকদের সভার আয়োজন করেছিলেন, তখন সেই সভা বানচাল করার জন্য উত্তেজিত গ্রামবাসীদের আটকাতে দুটি সংগঠনই এগিয়ে এসেছিল। একসঙ্গে মিলে পাল্টা সভা করে তারা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। ২৯ নভেম্বর যখন বালিটুথে প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতির ধরনার ওপরে বোমা ছুঁড়ে ধরনা ভেঙে দেওয়া হল, সেই জায়গায় ৪ ও ৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন শান্তির আবেদন করে উপবাসে বসে। এদেরও পিটিয়ে তুলে দেওয়া হয়। সরকার 'মাওবাদীরা ওখানে আছে' এই প্রচার করে প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতির নেতা এবং ধিনকিয়া গ্রামকে পুলিশ দিয়ে ঘিরে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার রাস্তা নিল। রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন বাইরের জগতের কাছে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার কর্মসূচী গ্রহণ করে। এইভাবে কখনও যুক্ত আন্দোলন করে, কখনও একে অন্যের পরিপুরক হিসেবে কাজ করে পস্কো-বিরোধী দায়বদ্ধতাকে তারা বাস্তবত পূরণ করছে। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে এদের একসঙ্গে মিলে লড়াই করার দাবি বারবার জনগণের মধ্য থেকে উঠেছে।

এই সমস্ত থেকে এটা স্পষ্ট যে মত ও পথের ফারাক সত্ত্বেও একতার ভিত্তিও বাস্তবে উপস্থিত। এই ভিত্তি নীচুতলা পর্যন্ত বিস্তৃত। যদি ভূমিস্তর থেকে নেতৃত্বের স্তর পর্যন্ত কোন মিলিত মঞ্চ এবং মিলিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা গণআন্দোলনকে নতুন এক দিশা দিতে পারে। পস্কো-বিরোধী আন্দোলনের ভবিষ্যতও এর ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল।

নেতৃত্বের প্রশ্ন

সাধারণভাবে উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনে সেই সমস্ত কৃষকেরা বেশি উদ্যোগী হয়, যাদের জমিজায়গা চলে যাচ্ছে। এর পরে আসে তারাই যাদের জীবিকা চলে যাচ্ছে। পস্কো আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হল, ৬০% এমন মানুষ এতে শামিল, যাদের সরকারি জমি বা সর্বসাধারণের জমিতে পানের চাষ করে বেঁচে থাকতে হয়, নিজেদের নামে তাদের জমির দলিল নেই। এ এক জটিল বিষয়। কারণ সরকারি নথিতে এদের জীবিকা কোন পেশার মর্যাদা পায়নি এবং সরকারি হিসেবে জমি বাবদ কোন ক্ষতিপূরণ পাওয়ারও তারা যোগ্য নয়। এমন হতেই পারে যে আন্দোলনের ফলে কোন ছিঁটেফোটা অর্থ এদের জন্য বরাদ্দ হতে পারে। দর কষাকষি করে তার পরিমাণ কিছু হয়ত বাড়তেও পারে। কিন্তু এটা তো নিশ্চিত যে বিকল্প জীবিকা এরা পাবে না। ফলস্বরূপ এদের প্রতি অন্যায় হবে এবং এদের ঠকিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সবচেয়ে বঞ্চিত। এই কারণে এই শ্রেণীর মানুষের নিজস্ব নেতৃত্ব দরকার। আর এদের নেতৃত্বদায়ক ভূমিকাও এই আন্দোলনের নির্ধারক শক্তি হয়ে উঠতে পারে। আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি থেকে বোঝা যায় যে সাধারণভাবে এখনও এরা পিছনের সারিতে রয়েছে।

সংযোজনী : ১

পস্কো এবং উড়িষ্যা সরকারের সমঝোতাপত্রের সারাংশ

- উড়িষ্যার জগৎসিংহপুর জেলার পারাদীপে ৫২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে (ভারতের মধ্যে এটি একক বৃহত্তম FDI বিনিয়োগ) পস্কো ১২০ লক্ষ টন উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন একটি অখণ্ড ইস্পাত কারখানা (Integrated Steel Plant) এবং আরক্ষিত বন্দর নির্মাণ করবে, এই মর্মে দক্ষিণ কোরিয়ার কিউংসানবুক প্রদেশের পোহাং শহরের 'পোহাং স্টিল কোম্পানি' সংক্ষেপে পস্কো প্রস্তাব করছে।
- উড়িষ্যা সরকার রাজ্যের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য এখানকার সমৃদ্ধ আকরিক লৌহ এবং কয়লার ভাণ্ডার ব্যবহার করতে চায় যাতে রাজ্যের জনসাধারণের সমৃদ্ধি ও উন্নতিসাধন করা যায়। পস্কোও 'স্টিল প্রজেক্ট'-এর প্রয়োজন অনুযায়ী যেসব পরিকাঠামো তৈরি করতে চায় : ক) খনিজ উত্তোলনের ব্যবস্থা; খ) খনি-অঞ্চল থেকে পারাদীপ পর্যন্ত রেলপথ সহ রাস্তা, রেল ও বন্দরের ব্যবস্থা; গ) সুসমন্বিত টাউনশিপ এবং ঘ) জল সরবরাহের ব্যবস্থা।
- কোম্পানি তার জাতীয় অফিস করবে ভুবনেশ্বরে।[§] স্টিল প্রজেক্ট এবং বন্দরের জন্য তাদের ৪০০০ একর জমি লাগবে। আরও ২০০০ একর লাগবে টাউনশিপ ইত্যাদির জন্য। এছাড়াও পরিবহণ, জল এবং অন্য পরিকাঠামোর ব্যবস্থার জন্য আরও জমি লাগতে পারে।
- কাঁচামাল : ভারত সরকার এই প্রজেক্টের জন্য উপযুক্ত মানের কয়লা সরাসরি বা কোন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মাধ্যমে ব্যবস্থা করবে; উড়িষ্যা সরকার কোম্পানিকে ৬০০০ লক্ষ টন আকরিক লৌহ উত্তোলনের অনুমোদন দেবে।[**] এই লিজ প্রথমে ৩০ বছরের জন্য এবং পরে কোম্পানি পুনরায় আবেদন করলে আরও ২০ বছর তা বজায় থাকবে। পস্কো তাদের দক্ষিণ কোরিয়ার স্টিল প্ল্যান্টের জন্য আরও ৪০০০ লক্ষ টন আকরিক লৌহ খোলা বাজার থেকে কিনে সরবরাহ করবে। এছাড়া আকরিক ক্রোম ও ম্যাঙ্গানিজের ব্যবস্থাও করা হবে।
- উড়িষ্যা সরকার পস্কোকে কটকের জোবরা-তে মহানদীর জলাধার থেকে জল সংগ্রহ করার অনুমতি দেবে।
- বিদ্যুৎ : উড়িষ্যা সরকার এই প্রজেক্ট নির্মাণের জন্য ২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুতের ব্যবস্থা করবে। কোম্পানি স্টিল প্ল্যান্টের জন্য নিজস্ব পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করবে।

[§] ভুবনেশ্বরে 'ফরচুন টাওয়ার্স'-এ ইতিমধ্যেই 'পস্কো ইন্ডিয়া'র দপ্তর খোলা হয়েছে।

[**] খণ্ডাধার পার্বত্য অঞ্চলের কেওনঝড় ও সুন্দরগড়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'কুদ্রেমুখ আয়রন ওর কর্পোরেশন লিমিটেড'-এর আকরিক লৌহ উত্তোলনের অনুমোদন আগে থেকেই রয়েছে। ফলে এই অঞ্চলটিতে পস্কোকে অনুমোদন দেওয়ায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

- পরিবেশ : রাজ্য সরকার পরিবেশগত যাবতীয় অনুমোদনের বন্দোবস্ত করবে।
- রাজ্য সরকার এখানকার শিল্প নীতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাবতীয় ইনসেনটিভ ও ছাড়ের ব্যবস্থা করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই প্রকল্পকে SEZ-এর মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব করবে।[††]
- রাজ্য সরকার পস্কোকে পারাদীপের পাশেই একটি নিজস্ব বন্দর নির্মাণের অনুমতি দেবে।

এই প্রতিবেদনমূলক পুস্তিকাটিতে অনুবাদ ও সঙ্কলনের কাজ করেছেন শমীক সরকার, প্রশান্ত হালদার এবং জিতেন নন্দী।

[††] কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই পস্কো প্রকল্পকে SEZ হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে কোম্পানি আরও বেশি সুবিধা ও কর ছাড় পাচ্ছে।

জানুয়ারি ২০০৮

পস্কো প্রতিরোধের দিনলিপি

মন্থন প্রকাশন

প্রকাশক	মন্থন সাময়িকী
প্রযত্নে জিতেন নন্দী
বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা
কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ২৪৯১ ৩৬৬৬
ই-মেল : **jiten_nandi@vsnl.net**

প্রকাশকাল	জানুয়ারি ২০০৮

বিনিময়	১০ টাকা

মুদ্রণে	প্রিন্টিং আর্ট
৩২এ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯